1431 – 2010

islamhouse.com

النبي الأمين صلى الله عليه وسلم

[اللغة البنغالية]

كمال الدين ملا

مراجعة : أبو الكلام أزاد

1431 – 2010

islamhouse.com

সর্বযুগের বিশ্বস্ত নবী

ইসলাম শূন্য পৃথিবী:
ইসলামের আগমন পূর্বকালে সমগ্র মানবতা নিপতিত ছিল ভয়াবহ দুরবস্থায়। এমন এক অন্ধকার বিরাজ করছিল; যেখানে আলোর প্রভা ছিল একেবারেই অনুপস্থিত।
শুধু একক আরব উপ-দ্বীপ নয়, বরং তৎকালিন সময় সমগ্র পৃথিবীই জাহেলিয়াতের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল।
দুই পরাশক্তি- রোম এবং পারস্য তৎকালিন দুনিয়ার অধিকাংশ অঞ্চল শাসন করত। উভয়ের ছিল ¯^Zš¿ ঐতিহ্যবাহী সভ্যতা সংস্কৃতি। তবে এ সভ্যতার মানদন্ড কি? এবং কোন ধরণের চিন্তা চেতনা, মানসিকতা, ও আধ্যাতিকতার ভিত্তিতে তাদের সভ্যতা সংস্কৃতিতে মানুষ বসবাস করতো তা আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।
পারস্যঃ কিসরা ছিল শাসক (কিসরা: প্রাচীন পারস্য সম্রাটের উপাধি)। তবে তিনি প্রচলিত অথের্র রাজা ছিলেন না; ছিলেন ইলাহ বা উপাস্য।
তার প্রতি অভিবাদন ও সম্মান প্রদর্শন করা ছিল আল্লাহর উপাসনার মত। ফটকের পর ফটক পার হয়ে তার সামনে উপস্থিত হতে হতো। আর যখনই তার সম্মুখে কোনভাবে উপস্থিত হওয়া যেত তখনই সেজদায় লুটিয়ে পড়তে হতো। এবং অনুমোতি না পেলে মাথা উঁচু করা ছিল অসম্ভাব।
আরজি পেশের পূর্বে অনিচ্ছা সত্তেও এক গুচ্ছ প্রশংসা, বিনয় ও আন্তরিকতা প্রকাশের মাধ্যমে করতে হতো।
প্রাসাদ হতে অতিক্রম কালে কিসরা প্রাসাদ কে পৃষ্ঠ দিয়ে আসা ছিল একেবারেই অসম্ভব। কিসরার চোখের আঁড়ালে যাওয়ার আগ পর্যন্ত সামনে মুখ করেই চলতে হতো। কারণ, তথাকথিত এই মাবুদ কে পৃষ্ঠ প্রদর্শন ছিল প্রজাদের জন্য জঘন্য অপরাধ। একে কিসরার মর্যাদা হানি এবং তার সম্মানের পরিপন্থী মনে করা হতো।
বস্তুতঃ মানুষ এই তথাকথিত মাবুদের কাছে কৃতদাস বলে গন্য হতো। যে ব্যক্তিই হোক তার জীবন- যাপন ছিল কিসরার অনুগ্রহ নির্ভর অথবা যুগ যুগ ধরে চলে আসা কিসরাদের প্রচলিত আইনের অন্ধনুকরণ করে জীবন যাপন।
সল্প সংখ্যক লোক- রাজ্যের সুখ, আরাম, আয়েশ উপভোগ করতো। তারা হলো কিসরার অমাত্যবর্গ- যারা সাধারনের উপর শাসন করতো কিসরার সাথে একযোগে। এ ছাড়া বিরাট জন গোষ্ঠী অভাব-অনটন, জুলুম- নির্যাতন ও অমানবিক জীবন যাপন করতে হতো। কারণে অকারণে তাদের যুদ্ধ বিগ্রহে বাধ্য করা হতো এবং এ সকল যুদ্ধে অসংখ্য নিরীহ মানুষ নির্ভর যোগ্য কোন কারণ ছাড়াই জীবন বলি দিতেন এবং যারা বেঁচে থাকতেন তারাও

গোলামির জিঞ্জিরে আবদ্ধ থাকতেন এবং অসহনীয় যন্ত্রণা য় জীবন যাপন করতেন।
বড়ত্ত্বও ঐতিহ্যের মহরত এবং জৌলুসের দৃশ্য তা শুধু কিসরার প্রাসাদ এবং প্রাসাদের সাথে সংশ্লিষ্ট মধ্যসত্ত ভোগীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল । সাধারণের কোন মূল্যই ছিল না এই প্রাসাদে। যতটুকু আদর তা শুধু শাসক ও নেতৃবৃন্দের ¯ ^v‡_©। তাতেও তথা কথিত মাবুদের ¯^v_© সবার আগে বিবেচ্য হতো। হ্যাঁ শিল্প কলা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, অর্থনীতির উন্নতি হয়েছে। তবে এ সব কিছু কিসরা, রাজন্য ও অমাত্যগণের কল্যাণের বাহিরে ব্যবহার হতো না।
জাতীয় উপাসনা ছিল আগুন পূজা। আগুন যাতে চিরন্তন প্রজ্জলিত থাকে তার জন্য সারাক্ষণ সজাগ থাকতো গণক, পুরোহিতগণ। কারণ আগুন নিভে যাওয়া সিংহাসনে আসীন সম্রাটের জন্য অশুভ লক্ষণ হিসেবে বিবেচিত হতো। আখলাক বা নৈতিকতা তাতো বিধবস্ত এবং ভেংগে চুরমার। কমিউনিজমের প্রসারে ‡¯^”QvPvwiZv, বিসৃঙ্খলা, ধ্বংস ছড়িয়ে পড়ে ছিল। এই সে সভ্যতা যে খানে আত্মিক, মানবিক, অর্থনৈতিক, চারিত্রিক এক মহা বিপর্যয় ঘটেছিল।
রোমান সম্রাজ্যের অবস্থা এর ব্যতিক্রম নয়। কায়সার বা সিজার তিনি (প্রাচীন রোমক সম্রাটের উপাধি) ও আরাম-আয়েশ ভোগ বিলাস জৌলুসপূর্ণ আলোক বেষ্টনীতে থাকতেন। যেমন টি ছিল কিসরা। শাসক শ্রেণীর জৌলুসপূর্ণ জীবনের বিপরীতে, জন সাধারণ শাসক শাসিতের শ্রেণী বৈষম্য, মূর্খতা, ভ্রষ্টতা, অজ্ঞতাও দু:খ দূরদশার মধ্যে জীবন যাপন করতো। সাধারণের কাজ হতো নেতৃবৃন্দের ¯^v‡_©, নিজের ¯^v_© বলতে কিছু ছিল না। যুদ্ধ বিগ্রহ যা উসকে দিত সিজার এবং তার রাজন্যবর্গ সেটা আর শেষ হতো না। লাখো বনি আদম এ জন্য জীবন দিতে বাধ্য হতো। কি উদ্দেশ্যে যুদ্ধ? কি জন্য বলি দান? কি সেই যুক্তি যার জন্য এ লড়াই? কি সে বিশেষত্ব যার জন্য এ রক্ত? কোন উত্তর তাদের জানা ছিল না।
মূলত এসব হতো সমরাজ্যবাদী সিজার ও তার নেতৃবৃন্দের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন, অধিকতর গৌরব প্রকাশ, বিজয় অর্জন ও দাস বানানো। অসম্মান করা, দমন করার ইচছা, যা ছিল এক জংগলী বর্বরতা, যেখানে কোন আইনি শাসন ছিল অকল্পনীয়। এখানেও শিল্প কলা, বিজ্ঞান- প্রযুক্তি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রীয় অবকাঠামোর উন্নয়ন ছিল; তবে তা শাসক শ্রেণীর দখলে থাকতো। এ সম্রাজ্যের ধর্ম বিশ্বাস ছিল জাহেলী পৌত্তলিকতা। ধর্মের কর্তা ও রক্ষক গির্জা এবং রিজালুদ্দীন বা পোপ-পাদ্রি। আল্লাহ হলো তিন উপাস্যের মধ্যে তৃতীয়। নাউযু বিল্লাহ । যিশু (ইসা আ:) আল্লাহর সন্তান। ধর্মীয় পন্ডিত, বিশপ-সন্যাসী ছিল আধ্যাত্মিকও ধর্মীয় জগতের শাসক, তাদের শাসন নীতি ছিল ঐশী বিধানের পরিবর্তে নিজেদের তৈরী মনগড়া

নীতি, তারা অন্যায়ভাবে জনগণের সম্পদ ভোগ করতো। একই সময় সিজারও রাষ্ট্র শাসন করতো মনগড়া জাহেলী রোমান-গ্রীক আইন দিয়ে; আল্লহর বিধানের সেখানে কোন স্থান ছিলনা। জনগণ ত্রিমুখী শক্তি- সিজার এবং তার নেতৃবর্গ অন্য দিকে পোপ-পাদ্রী বিশপদের জুলুম অত্যাচার নির্যাতনে মরি বাচি দিন কাটাতো।
উল্লেখিত দুই সাম্রাজ্যের বাহিরে এশিয়ায় হিন্দু সভ্যতা ও চীন সভ্যতা বিদ্যমান ছিল। হিন্দুস্থানেও অন্য জাতির মত শ্রেণী বৈষম্য বিদ্যমান ছিল। তবে এর নিয়ম অন্যরকম। যেমন: শূদ্র শ্রেণী তাদের সৃষ্টি আল্লাহর পা থেকে। এ জন্য এরা হলো নিচু এবং অপবিত্র শ্রেণী। যত রকমের লাঞ্জনা অপমান জিল্লতি তারা সহ্য করবে। এটা তাদের নিয়তি। আত্মা পূনর্জন্মের মাধ্যমে এ থেকে তাদের মুক্তির পথও এটাই। অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ের জন্য মানুষের এই আত্মা। মৃত্যুর পর এ আত্মা নতুন সত্তা বা ব্যক্তির মধ্যে চলে যায়। এ নিয়তি এবং বিশ্বস নিয়ে যদি শূদ্র শ্রেণী লাঞ্ছনা, বঞ্ছনা, অপমান, কষ্ট এবং জাতীয় অপবিত্রতা কে মেনে নেয়, তবে কখনো বা তাদের আত্মা তাদের চেয়ে মর্যাদাবান ব্যক্তির মধ্যে স্থানান্তর হতে পারে । অর্থ্যাৎ তারা কিছুটা জাতে উঠতে বা ক্ষয়িত্র বা বৈশ্য শ্রেণীতে উন্নিত হতে পারবে।কিন্তু কস্মিন কালেও মনিব শ্রেণী; ব্রাক্ষণ হতে পারবে না। যাদের সৃষ্টি হয়েছে আল্লাহর মাথা অথবা হাত হতে। এর মধ্য দিয়ে শূদ্র বা দাস শ্রেণী কাঙ্খিত মুক্তির তৃপ্তি লাভ করল মাত্র। এখানে আছে অসংখ্য উপাসনা আরাধনার প্রথা। সষ্টার সংখ্যাও অনেক। তবে সবই হলো ভ্রান্ত। আর্শ্চযের বিষয় হলো দেবতার নৈকট্য লাভের আশায় মন্দিরে বেশ্যা বৃত্তি করা- এতে মূলত শয়তানের নৈকট্য লাভ হয়। গাভীর পূজা, গাভীর গোবরে গড়াগড়ি দেওয়া, মঙ্গলের জন্যে তার পেশাব দিয়ে স্নান করা ইত্যাদিও তাদের উপাসনা বলে গন্য।
গাভীর যদি বাক শক্তি থাকতো তবে তার আরাধনাকারীদের সে অবশ্যই উপহাস করত, বিস্ময় প্রকাশ করে বলতো সেরা এই জাতি কেন এ ইতর কাজে রাজি হলো?
পৃথিবীর এক প্রান্তের বিশাল দেশ চীন, যার শাসনক্ষমতা ছিল সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে। তৎকালিন সময়ের সম্রাটের মত তিনি ও ছিলেন সম্মানিত। প্রচলিত প্রথায় তার জন্য উপাসনা এবং উপঢৌকন পেশ করা হতো। তার সামনে মস্তক অবনত করত। অধিবাসীদের উপাস্য হল গৌতম বৌদ্ধ। তার প্রতিকৃতি তৈরি করে সে মুর্তির পূজা হতো। বৌদ্ধ ধর্মে ও হিন্দু ধর্মের মত মানব দেহের অবমূল্যায়ন হতো। আত্মার মুক্তির জন্য দেহের উপর জুলুম কারা হতো। দুনিয়াকে গুরুত্বহীন মনে করে সন্ন্যাসী জীবন তারা গ্রহন করত অমর জীবন লাভের আশায়। এ জীবন কোথায়? কি তার আকৃতি- এ হলো অমরত্ব গ্রহন গৌতম

[illegible]

رَبِّ اجْعَـلْ هَـذَا الْبَلَـدَ آَمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُـدَ الْأَصْـنَامَ ﴿35﴾ سـورة إبراهيم

[illegible]

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى) الزمر:3(

[illegible]

[illegible]

[illegible] ¯^cœ :

أنا دعـوت أبي إبـراهيم وبشـارة عيسى ورؤيا أمي الـتي رأت. (اخرجه أحمد البزار‘ الطبراني ألحاكم البيهقي

[illegible] ¯^cœ [illegible]

[illegible]

وَإِذْ يَرْفَــعُ إِبْــرَاهِيمُ الْقَوَاعِــدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْــمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (127) رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَـكَ وَأَرِنَا مَنَاسِـكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الـرَّحِيمُ (128) رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُـولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِـكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَـابَ وَالْحِكْمَـةَ وَيُـزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (129) البقرة

[illegible]

[illegible]

[illegible]

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ 6 الصف

[illegible]

[illegible] ¯^cœ

[illegible] ¯^cœ [illegible]

[illegible] ¯^‡cœi [illegible]

[illegible]

[illegible]

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (الأعراف:157)

[illegible] Aej¤^b [illegible]

[illegible] Aej¤^b [illegible]

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا 29 الفتح

[illegible] wPý| [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ 89 البقرة

[illegible]

কাছে পৌছল যাকে তারা চিনে রেখে ছিল তখন তারা তা A¯^xKvi করে বসল। অতএব A¯^xKviKvix‡`i উপর আল্লাহর অভিসম্পাত। তারা আউস ও খাযরাজদেরকে উল্লেখিত কথাগুলো কল্পনাপ্রসূত বলত না বরং তারা তাওরাতের সেই বর্ণনার প্রতি লক্ষ্য করেই কথাগুলো বলতো। এতে করে বুঝা যায় তাওরাতের আদি ভলিয়ম গুলোতে শুধু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখ রয়েছে তা নয় , বরং তাতে রাসুল আগমনের স্থান ও সম্ভাব্য সময়ের বর্ণনা ছিল। যার উপর নির্ভর করে ইয়াহুদী সম্প্রদায় রাসূলের আগমনে আগ্রহী হয়ে উঠে। এও বলা যায় তাদের বিকৃতি সত্তেও তাওরাতে বণির্ত ছিল , যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন জায়গায় নবুয়ত লাভ করবেন এবং কোন স্থানে হিজরত করবেন যা তারা জানতো।

খৃষ্টান সম্প্রদায় ঈসা (আ) কে আসমানে উঠিয়ে নেয়ার কিছু কাল পর যখন ইঞ্জিল লিপিবদ্ধ করল তখন তাতে পরিবর্তন করল। এর পর যখনেই কোন ভাষায় অনুবাদ হতো তাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লমের আলোচনা খুব অস্পষ্টভাবে করত , এর পরও ইঞ্জিলে ঈসা (আ) এর উদ্ধৃতিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের ইংগিত পাওয়া যায়। তা হলো :

(سيأتي من بعدي الفار اقليط)وفي بعض النسخ يضاف إلى هذه العبـارة(من لا استحق أن أحمل سيور حذائه)

(আমার পর আহমদ নামক এক জন নবী আসবেন) কোন ভলিয়মে উল্লেখ আছে (যার জুতার ফিতা খোলার যোগ্যতা ও আমি রাখিনা) মূলত এ বাক্য দ্বারা আল্লাহর নবী ঈসা আলাইহিস সালাম তার বিনয়ী প্রমাণ করেছেন।

তাঁর বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় আরো এসেছে يملأ الأرض نورًا وعدلاً তিনি আলো এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে পৃথিবী ভরে দিবেন। ঈঞ্জিলের অন্য ভলিয়মে বর্ণিত হয়েছে -

يوبخ العالم على خطيئته ويعلم الناس جميع الحق لأنه ليس ينطق من عنده بل يتكلم بكل ما يسمع من عندالله

অপরাধের জন্য আলেমদের তিনি তিরস্কার করবেন এবং মানুষকে সকল প্রকার ন্যায় ইনসাফ সততা শিক্ষা দিবেন। কারণ তিনি নিজের থেকে কোন কথা বা মন্তব্য করেন না। বরং আল্লাহর নিকট হতে যা শুনেন তাই শুধু বলেন।

এর অর্থ হচ্ছে তিনি আল্লাহর প্রেরিত রাসুল। আল্লাহ তাঁর নিকট প্রত্যাদেশ পাঠান। ঈঞ্জিলের এই পূর্বাবাস পর প্রায় দুই হাজার বছর অতিক্রম হলো মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ ছাড়া এ পর্যন্ত আর কোন নবীর আগমন হয়নি এবং তিনি ছাড়া অন্য কেউ আসবেও না। তার সম্পর্কেই ঈঞ্জিলের ভিতর الـــفار اقليط শব্দ দিয়ে ইংগিত করা হয়েছে।

[illegible] الحمد [illegible] الـــــفار اقليط
[illegible] احمــد [illegible]
[illegible] (□□) [illegible]
[illegible] b¤^vi [illegible]

[illegible]

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ آل عمران:81

[illegible]

وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ البقرة:109

[illegible]

الَّذِينَ آَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُــونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ البقرة: 146

[illegible]

[illegible] (□□) [illegible]

[illegible]

হেফাজত ও তত্ত্বাবধান করেন যাতে যখন তাদের প্রেরণ করবেন তারা আধ্যাত্মিক মানসিক চারিত্রিক ও দৈহিকভাবে যোগ্যতা সম্পন্ন হয়ে উঠেন নবুয়তী কাজ আল্লাহর মর্জি মোতাবেক বাস্তবায়ন করার জন্য।

এটা মানুষ ¯^vfvweK অবস্থায় বুঝতে পারেননা , যদিও আল্লাহ তাআলা জানেন- ইনি হবেন তার রাসূল। তবে মানুষ তাঁর ¯^Zš¿ বৈশিষ্ট্য দ্বারা তা অনুভব ও অনুমান করে থাকে। কখনো বলে থাকে এই ব্যক্তি এক সময় বড় কিছু হবে। আর এটা রাসূল (সঃ) এর ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়েছে , যা অন্য নবী রাসূলদের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না।

আমরা বলবোনা এসব বিষয় নবী জননী আমেনার জানাছিল। কারণ তিনি যা জেনেছেন তা তাকে দেখানো ¯^cœ থেকে তিনি জেনেছেন। একথাও বলবোনা নবীজীর চাচা আবু তালেব এবং দাদা আব্দুল মোত্তালেব তা জানতেন। যতটুকু অনুমান হয়েছে তার সাথে গভীর সংশ্লিষ্টতার কারণে হয়েছে। বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের কারণে কুরাইশদের অনুমান হয়েছিল। যেমনটি হতো প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির যে তাকে একবারের জন্য দেখতে পেতেন। ব্যবসায়ীক যাত্রাপথে , আল্লাহর ঘর তাওয়াফরত অবস্থায় অথবা বন্ধ মহলে চুপ চাপ বসে থাকা অবস্থায়। তার বৈশিষ্ট্য ছিল যৌবনের প্রথম দিক থেকেই একজন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ধীরস্থির সম্মানিত মহান ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য। তার উপলব্ধি ছিল একজন কামেল মানুষের উপলব্ধি।

জাহিলিয়াত যুগ , ফিৎনা ফাসাদ ও আমোদ -প্রমোদে ভরপুর ছিল। যদিও কাদাচিৎ বয়স্কদের মাঝে কিছু সম্মানিত ব্যক্তির উপস্থিতি ছিল ; কিন্তু যুবকের মাঝে তা ছিল অকল্পনীয়। যে যুবক জাহিলি কর্মকান্ডে অংশ না নেয়া ছিল আশ্চর্যজনক। সেখানে তাদের মাঝে গভীর চিন্তায় নিমগ্নতা , ধীরস্থিরতা , মদের আড্ডাখানায় অনুপস্থিতি আশা করা - যা বৃদ্ধ লোকের কাছেও আশা করা যায়না , তাদের মুখ থেকে জাহিলিয়াতের মুখোশ উঠিয়ে নেয়া , যেখানে এসব করাই হচ্ছে সামাজিক রীতি নীতি। আল্লাহর ঘরের পাশে রক্ষিত মূর্তির কাছে না যাওয়া অথচ মূর্তির কাছে যাওয়াটা সকলের নিকট গৌরবের বিষয় এবং এটিই হচ্ছে উপাসনার বস্তু। জুলুম অত্যাচার থেকে মুক্ত থাকা সেই জাহেলী যুগে যে যুগের কবির কবিতায় আসে

ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه ** يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم

যে রক্ষা করেনা আপন কূপ নিজের তরবারি দ্বারা তবে তা ধ্বংস করা হবে ** আর যে মানুষের উপর অত্যাচার না করবে তার উপর অত্যাচার করা হবে।

এর পরও যদি ভালো বৈশিষ্ট্যের আশা করা হয় যুবক থেকে তাহলে বলবো আপনি চোখ কান বুঝে অন্য কোন গ্রহে বসবাস করছেন। কারণ যেখানে কোন বয় বৃদ্ধ ব্যক্তির মাঝে এই গুনাবলী অনুপস্থিত সেখানে যুবকের কাছে আসা করছেন।

অন্যদিকে রাসূলকে দেখুন রাসুল (সঃ) এর গুনাবলী থেকে একটি গুন যা গভীরে পৌঁছে ছিল এবং বিকাশ লাভ করেছিল সকল কুরাইশের দৃষ্টি গোচরও হয়েছিল তা হলো আমানত দারী। এমনকি সকলে তাকে আল- আমিন উপাধিতে ভূষিত করলেন। জনগণ তার কাছে তাদের ধন সম্পদ গচ্ছিত রাখতেন আস্থা ও তার আমনত দারীতে বিশ্বাসী হয়ে। যা চাচা আবু তালেবের সাথে ব্যবসায়ীক কাজেও প্রকাশ পেয়েছিল। যেখানে জাহিলি ব্যবসা ধোঁকা প্রতারণা ও তীব্র লালসা থেকে মুক্ত ছিলনা।
কুরাইশদের মজলিশে তিনি থাকতেন নীরব। যখন ¯^ie হতেন; কথা বলতেন যুক্তিযুক্ত ও সকলের কাছে গ্রহনীয় ও পান্ডিত্যপূর্ণ যা কুরাইশদের আত্মায় নাড়া দিতো। এবং তাদের সম্মান, মূল্যায়ন রক্ষা হতো। ফলে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে তাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজে পরামর্শ চাইতেন যেমন পরামর্শ চাইতে হয় একজন বৃদ্ধ অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে। এবং তার দেওয়া সিদ্ধান্তে সকলে সন্তুষ্টি প্রকাশ করতো। পরামর্শ চাওয়ার মধ্যে উল্লেখ যোগ্য একটি হলো হজরে আসওয়াদ স্থাপনে তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। কাআবা শরীফের দেয়ালে ফাটল, কোনো কোনো জায়গাতে পাথর খসে পড়া, বর্তমানের চেয়ে আরো উঁচু করা ইত্যাদি কাজ করার লক্ষে কাবার সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার উপর কুরাইশরা সবাই একমত পোষন করে সকলের সহযোগীতায় কাজও শুরু করল। কিন্তু হাজরে আসওয়াদ পূণঃস্থাপন করতে এসেই তাদের ভিতর অনৈক্য বিতর্ক এমন কি লড়াই বেঁধে যাওয়ার উপক্রম হলো। চারদিন পর্যন্ত এই বিতর্ক ঝগড়া চলতে থাকে কোন সমাধান নাই। প্রত্যেক গোত্র একাই হাজরে আসওয়াদ পূনঃস্থাপনের গৌরব গ্রহণ করতে চায়। শেষ পর্যন্ত সকলে একমত হলো। যে, সকলের আগে আল্লাহর ঘরে আসবে তার সিদ্ধান্ত সবাই গ্রহণ করবে। আল্লাহর ইচ্ছায় ঐদিন প্রথম আগমন কারী ব্যক্তিটি হলেন তাদের পরিচিত আল-আমিন। অর্থাৎ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবাই এটাকে খুব ভালো দৃষ্টিতে দেখলো এবং তারা আল আমিন এর বিচারক হওয়ায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করল। এইভেবে যে তার নিকট ঝগড়া নিস্পত্তির সঠিক সিদ্ধান্ত পাওয়া যাবে এবং সংকট দূর হবে। বাস্তবে তাই হয়েছে। তিনি তার চাদরটি বিছিয়ে দিলেন। বললেন প্রত্যেক গোত্রের প্রতিনিধি চাদরের এক এক প্রান্তে ধরবে। সবাই তাই করল আর তিনি তার পবিত্র হস্তে পাথরটি উঠিয়ে চাদরের মাঝখানে রাখলেন, বললেন সবাই মিলে যেখানে স্থাপন করা হবে ঐ জায়গাতে নিয়ে যান। তাই করল। অতঃপর পাথরটি প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পবিত্র হাতে পূর্বস্থানে পুনঃস্থাপন করেন। এই ভাবে সবাই গৌরবময় কাজে অংশ গ্রহণ এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পবিত্র হাতে পাথর তার আপন জায়গাতে

[illegible]

كلاّ والله لا يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتصدق الحـديث وتحمل الكـلّ وتكسب المعــدوم وتقــري الضــيف وتعين على نواصب الحق (البخــاري. 3ومسلم 231

[illegible]

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَـقِّ لِيُظْهِـرَهُ عَلَى الـدِّينِ كُلِّهِ (الصف 9)

[illegible]

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿الحجر:9﴾

[illegible]

[illegible] العهد القـــديم والعهد الجديد [illegible]

[illegible] Avw¤^qv [illegible]

قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (البقرة:93)

[illegible]

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ (البقرة:79)

[illegible]

[illegible] Avw¤^qv [illegible]

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا (88) لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا (89) تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا (90) أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا (91) مريم

[illegible]

এ হলো পূর্বেকার Avw¤^qv আ. এর জীবন-চরিত যাতে ভূল তথ্য অথবা বিকৃতি সংঘটিত হয়েছিল। পক্ষান্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনীকে আল্লাহ তাআলা ভুল ও অমুলক হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন এবং এমন এক অসাধারণ উম্মতের নিকট তার জীবনী রক্ষার দায়িত্ব অর্পন করেছেন যাদের আমানত ও দ্বীনদারীর দৃষ্টান্ত পৃথিবীবাসী পেশ করতে আজও অক্ষম। ফলে তারা মূল সূত্রসহ তার জীবনীর বিবরণ পরিপূর্ণ হেফাজত করেছেন। এতে করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী যুগ যুগ ধরে অক্ষত অবস্থায় বিদ্যমান আছে। এজন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন - চরিত সকল জীবন চরিতের চেয়ে নির্ভূল , নির্ভেজাল সন্দেহাতীত। যার সকল ঘটনা , বিবরণ, সূত্র গ্রহনীয়।

তার জীবনীর Av‡iKwU বৈশিষ্ট্য হলো - তার জীবনীর সূত্রে এবং কুরআনুল করীমের মাধ্যমে পূর্বেকার Avw¤^qv আ. এর জীবনীরও কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ অংশ রক্ষিত হয়েছে। অতএব Avw¤^qv আ. এর জীবনীর যতুটুকু নির্ভরতা আজো আছে তা শুধু কোরআন ও হাদীসের বর্ণনায় আসার কারণে। আজকে আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনী পড়ছি অথচ এর বাঁকে বাঁকে পড়ে নিচ্ছি সকল নবী রাসূলদের জীবনী। বলা যায় পূর্বেকার নবী রাসুলদের বিক্ষিপ্ত অগোছানো জীবনী রাসূলের মাধ্যমে আমরা সাজানো গোছানো পাচ্ছি। যাতে পাওয়া যায় তাদের তাওহীদ , রহমত, হিকমত, সবর, আদলসহ উত্তম চরিত্রের বিবরণ।

ইনসানে কামিল :

নিঃসন্দেহে বলা যায় মানব জাতির ইতিহাসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন সবার সেরা , শুধু তাই নয় ; যেসব শ্রেষ্ঠ ব্যাক্তিত্ব পৃথিবীতে আগমন করেছেন তাদের সকলের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ এমনকি নবী রাসুলদের মধ্যেও তিনি শ্রেষ্ঠ।

যদি রাজনৈতিক মানদন্ডে তাঁকে মূল্যায়ন করি তাহলে দেখতে পাবো তিনি রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিতে গিয়ে এমন একজাতির নেতৃত্ব কাঁধে নিলেন। যে জাতি ছিল পরস্পর বিচ্ছিন্ন , বিক্ষিপ্ত , অনৈক্য , লক্ষ্যহীন , ও বর্বর। তিনি তার যোগ্য নেতৃত্বে অকল্পনীয় কার্য ক্ষমতার বলে এই জাতির মধ্যে ঐক্য একতা , অভিন্ন লক্ষ্য উদ্দেশ্য , মুহাব্বত মমতাবোধ প্রতিষ্ঠা করেছেন। ফলে তারা ভুলে গিয়েছে অতীতের সকল পঙ্কিলতা। অতঃপর তাদেরকে নিয়ে তিনি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অগ্রসর হন। সে খানেও সম্মানের সাথে সকল গোষ্ঠী শ্রেণীর মধ্যে তাদের আসন প্রতিষ্ঠা করেছেন , তাহলে আমরা কি তাকে رجل عظيم gnvb ব্যক্তিত্ব বলবো না ? তিনি কি শুধু এ দায়িত্বই পালন করেছেন ? কেমন হবে যদি সফল রাজনীতি হয় তার

জীবনের অসংখ্য গুণাবলীর মধ্যে ক্ষুদ্র একটি দিকমাত্র। এবং যারা শুধু রাজনীতিতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনকারী তাদের সকলে মধ্যে তিনি হয়েছেন সবার সেরা।
একজন সমাজ সংস্কারক যদি আমরা পাই যিনি তার সমাজে পেয়েছেন মুর্খতা, সামাজিক কুসংস্কার, লাগামহীন অসভ্যতা, যেখানে ছিল দাম্ভিকতা ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য, ¯^v_©ciZv সামাজিক প্রতীক, সবলরা জুলুম করতো দূর্বলের উপর, ধনী ভোগ করতো গরিবের সম্পদ, সামাজিক ঐক্য একতা বলতে কোন কিছু ছিলনা। হানাহানি চলতো ক্ষমতা, পদ, আর সম্পদ নিয়ে। সুযোগ সন্ধান করতো এসবের জন্য। একে অপরের অধীকারের কোন তোয়াক্কা করতো না। ছিলনা কোন দায়িত্ববোধ। তিনি শপথ নিলেন সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, কুসংস্কার দূর করার।আবিস্কার করলেন ভারসাম্যের- ব্যক্তি ও সমাজে শাসক ও শাসিতের মাঝে। জাতির ধনিক শ্রেনীর হৃদয় সৃষ্টি করলেন গরীবদের জন্য সহমর্মিতা তাদের সম্পদে গরীবদের করলেন অংশীদার, সমাজের সবাই যেন এক পরিবারের সদস্য। একে অপরের দায়িত্বশীল, সহযোগীও সহমর্মী। এরপরও আমরা তাকে মহান ব্যক্তি বলবনা?
আমরা যদি দেখতে চাই একজন নীতিবান ব্যক্তিত্বকে যিনি তার সমাজে দেখতে পান চারিত্রিক অধপতন, মিথ্যা, কপটতা, ধোকা, প্রতারণা, লুটফাট, মদ, ব্যাভিচার, জুয়া, খুন-খারাবী, ডাকাতি, ব্যক্তি তার নিজের উপরও আস্থাশীল নয়। বাহুবল না থাকলে আপন অধিকার আদায় হয় না। প্রাপক যদি দূর্বল হয় তাকে গিলে ফেলে যেমন নেকড়ে তার শিকারকে গিলে। এই চরিত্র সংশোধন করা যদি ঐ অসাধারণ ব্যক্তির অগনিত বৈশিষ্ট্যের একটি অংশ হয়; তখন তার সম্পর্কে আমরা কি মন্তব্য করবো। তাকে কি আমরা মহান নীতি সংস্কারক বলবো না। আবার ইতিহাসে যারা শুধু চরিত্রনীতি সংস্কারে জীবন অতিবাহিত করেছেন তাদের মধ্যেও তিনি যদি হয় সবার সেরা ব্যক্তি?
এমন একজন অভিভাবক যদি পাই যিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন একটি শিক্ষিত জাতি গড়ার। আপন প্রতিজ্ঞায় তিনি সফলও হয়েছেন। এমন এক জাতি গড়েছেন যাদের মধ্যে প্রত্যেকেই আপন কর্মক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ। উত্তম আদর্শ- চরিত্রে ও আচরণে। ব্যক্তিত্বে সুদৃঢ়- এমন সুদৃঢ় যে প্রবৃত্তি তাকে খেল তামাশা করতে অথবা কোনো নেশা তাঁকে আন্দোলিত করতে পারে না। তারা পাহাড়ের মত স্থীর। চলমান বিশ্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পোষণকারী ও কর্মক্ষম। তারা ব্যক্তিত্বে ও মহান। এ কাফেলার সবাই তার সঞ্চালণে এক সাথে নড়ে উঠতো। কেমন হবে যদি এ হয় তার অনেক গুলো বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি মাত্র দিক। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ক্ষেত্রেও ইতিহাসের সকল শ্রেষ্ঠ অভিভাবককে ছাড়িয়ে গেছেন। ঐ প্রজন্ম দ্বারা যাদের তিনি প্রত্যক্ষভাবে তত্ত্বাবধান করেছিলেন। ফলে ঐ প্রজন্ম হতে প্রত্যেকেই

অর্জন করেছিল আপন আপন ক্ষেত্রে মানবীয় গুনাবলীর সর্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য সমূহ। এরপরও আমরা তাকে মহান ব্যক্তি বলবো না?
এমন এক সেনা প্রধান যদি পাই যিনি আত্ম নিয়োগ করেছেন সৈনিকের পেছনে আর গড়ে তোললেন এমন এক বিশাল সৈন্য বাহিনী যাদের প্রত্যেকেই সীপাহী ও সেনা প্রধান উভয় ক্ষেত্রে সমানভাবে শ্রেষ্ঠ। তাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন- নিজের কাছে অপছন্দনীয় কাজে ধর্য্যের, তীব্র মূহুর্তে দৃঢ়তার, ঝুঁকিপূর্ণ সময় সাহসিকতার। তাদের নিয়ে লড়াইয়ে নিমগ্ন হতেন আর বিজয় ছিনিয়ে আনতে। তারা ভালো বাসতেন সেনা প্রধানকে আদেশের অনুসরণ করতেন, বাস্তবায়ন করতেন তার শিক্ষার, মৃত্যুর মুখে কে আগে যাবে, তাদের মধ্যে প্রতিযোগীতা লেগে যেতো। তাদের কাম্য ছিল শাহাদাত, তা তারা খোঁজে বেড়াতো। যেন তাদের নিয়তিতে দুইটির যে কোন একটি কল্যাণ লেখা থাকতো হয়তো শাহাদাত নয়তো বা বিজয়। এমন প্রশিক্ষককে মহান বলবো না? আবার দেখি এ মহানয়ক শুধু সমর বিদ্যা শিক্ষায় তাদের শ্রেষ্ঠ করেছেন তা নয় তিনি তাদের উত্তম চরিত্রও প্রশিক্ষণ দিলেন যা লড়াইয়ের ময়দানেও ফুটে উঠতো। যে চরিত্র তারা লড়াইয়ের ভীতিকর অবস্থায়ও ভুলতেন না এবং কোন অপছন্দীয় বস্তু তাদের কে চারিত্রিক সীমারেখা থেকে বিচ্যুত করতোনা। বরং রনাঙ্গনের কঠিন তম মূহুর্তে আখলাকী নজরানা তারা পেশ করতেন শত্রু মিত্র উভয়ের জন্য-সমান ভাবে। আবারো কি বলতে বাধ্য হবো না যে তিনিই শ্রেষ্ঠ কায়েদ?
এ কায়েদের পরশ ছোঁয়ায় যুদ্ধে তাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্যও হতো ব্যতিক্রম। লড়াই করে বিজয় অর্জন অথবা রাজ্যের আয়োতন বৃদ্ধি বা খ্যাতি অর্জন নয়। বরং মহা পবিত্র এক লক্ষ উদ্দেশ্য অর্জনের আগ্রহে অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং উহাকেই তারা লড়াইয়ের মূল স্প্রীট, বিজয় ফলাফল, ও লাভ বলে মনে করতেন। এর জন্যই তাদের সামনে অগ্রসর হওয়া কদম ফেলা এবং এর উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন হতো তাদের লড়াইয়ের মান। এখন তাকে শুধু মহান কায়েদ বললে চলে?
কেমন হবে এ ব্যতিক্রম আদর্শ প্রতিষ্ঠায় তিনি যদি হয় একমাত্র ব্যক্তি মানবীয় ইতিহাসের লড়াই জগতে। আবার এ যদি হয় তার গুনাবলীর পবিত্র জুড়ির মধ্যে এটি একটি মাত্র ক্ষুদ্র অংশ।
যদি কোন মানুষ আত্ম নিয়োগ করে বন্দেগীর জন্য এবং এর মাধ্যমে আত্মাকে সুস্থ ও ¯^”Q সতেজ করে তুলে। এক মূহুর্তের জন্যও সে তার প্রতিপালককে ভুলে না। ক্ষনিকের জন্য ও তার সাথে স্রষ্টার সম্পর্ক বিচ্ছেদ হয় না। সারাক্ষণ হৃদয়ের যোগাযোগ থাকে প্রতিপালকের সাথে- নামাযে, কাজে কর্মে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কাজে। মানুষের সাথে

বন্ধুত্বেও দায়াপরবশ, কাজে সুদক্ষ ও একনিষ্ঠ। সকল কর্মকান্ডেও বিচার কার্যে তার উপর আল্লাহ ভীতি প্রভাব বিস্তার করে। আবার যদি দেখি এই মানুষটি সক্ষম হয়েছে এক বিরাট কাফেলাকে জন্ম দিতে যাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্কে নিমগ্ন থাকতে। নিয়মিত আল্লাহর স্মরণের। ফলে তারা উঠতে বসতে এমনকি ঘুম যেতে অর্থাৎ সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করতো। অর্জন করেছিল পূত আত্মা। আল্লাহর উপর ঈমানেই তাদের কাজে কর্মে চিন্তা গবেষণা ও অনুভূতিতে চালিকা শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। দুনিয়ার অর্থ- সম্পদ সুখ-শান্তি আরাম আয়েশের পেছনেও তাদের মূল উদ্দেশ্য থাকতো আল্লাহর তাকওয়া ও সন্তুষ্টি লাভ করা।
তাহলে আমরা কি বলবোনা আত্মার জগতে এক পূত পবিত্র ও বিরল আত্মা? একই সাথে সম্মানিত সাহাবায়ে কেরামের মাঝেও এসব গুনাবলী রোপন করার বিরল যোগ্যতার প্রমাণও একমাত্র তার পবিত্র জীবনীতেই মিলে। যা অন্য মহা পুরুষের বেলায় অনুপস্থিত। এই সব গুলোই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যক্তিত্বের এক একটি অনু অংশ মাত্র। যে দিকগুলোর একটি প্রতিষ্ঠার জন্য যারা জীবন নিঃশেষ করেছেন তাদের সকলকেও এ ক্ষেত্রে তিনি পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছেন। প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আজমত শুধু এ সমস্ত ব্যক্তিত্বের যোগ্যতার সম্মিলন তার মধ্যে রয়েছে তার জন্য নয়; এর চেয়ে আরো মহৎ ও বড় কারণও রয়েছে তিনি মহান হওয়ার। আর তাহলো অনেকগুলো কর্মব্যস্তয় থাকার পরও একটির কারণে অন্যটি তিনি ভুলে যান না। অন্যটির ব্যাপারে অমনোযোগী হোননা। রাজনৈতিক নেতৃত্বের কারণে সামরিক নেতৃত্বের ব্যাপারে অন্যমনস্ক হন না। সমাজ সংস্কারের কারণে চরিত্র সংস্কারে বেখবর হননা। আবেদের ভূমিকায় অবতির্ণ হতে গিয়ে অভিভাবকের ভূমিকা সম্পর্কে অসতর্ক হোন না। বরং এসব কিছুর মাঝেও তিনি পরিবার, স্ত্রী, সন্তান সন্ততী বিষয়ও মনোযোগী ছিলেন। তিনি ছিলেন ¯^vgx হিসাবে শ্রেষ্ঠ। পিতা হিসাবে শ্রেষ্ঠ। যদি কোন মানুষ একান্তভাবে মনোযোগী হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিবারের মত কোন পরিবারের চাহিদা মিটাতে, খেদমত করতে ভালোবাসতে, ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে পারে তাহলে আমরা তাকে শ্রেষ্ঠ মানুষ বলবোনা? অতএব যার মধ্যে সকল দিক, সকল বৈশিষ্ট্যর, সমানভাবে সম্মিলন হলো, একটির অধিকার আদায় করতে গিয়ে অন্যটির ব্যাপারে অসতর্ক হলেন না, তাকে আমরা ইনসানে আজীম ইনসানে কামেল বলবোনা?
এবাদতে পাঁ ফুলে উঠছে। এবাদতের ¯^v` উপভোগ করছেন পাঁয়ের দিকে খেয়াল নাই। আম্মাজান আয়েশা রা. তার কষ্ট দেখে মায়া লাগলো। তাকে বললেনঃ এবাদত কমিয়ে শরীরকে একটু আরাম দিন।

আল্লাহ তো আপনার অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সব মোচন করে দিয়েছেন। উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন- أفلا أكون عبادا شكورا আমার উপর যার এতো করুনা এতো অনুগ্রহ আমি কি তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কারী হবো না ? এই একটি ইবাদত। এ একটি কাজে তার সাথে কেউ মোকাবেলায় দাঁড়াতে পারবেনা। অন্যগুলোকে না হয় বাদ দিলাম। তো এই ইবাদত কি তার অন্য কর্মব্যস্ততায় বিগ্ন সৃষ্টি করেছে ? যার কারণে রাজনীতিতে , চরিত্র সংশোধনে , জিহাদের ময়দানে , প্রশিক্ষণে , অথবা ঐ সকল মহান পুরুষ তৈয়ার করতে সময় দিতে পারেন নাই - যারা সকল ক্ষেত্রে ইতিহাসের সেরা ব্যক্তিত্ব হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন ? যেমন- আবু বকর, ওমর, উসমান, আলী, খালিদ , ইকরামাহ , আসমা, সুমাইয়্যাহ তাদের ছাড়া আরো কত শত। রাদিয়াল্লাহু আনহুম। শপথ আল্লাহর এমনটা কখনো নয়। নিশ্চয় অনেকগুলো মহত্ব একটির চেয়ে অপরটি আরো বড় আরো মহান। যার সবকটি এই মহান ব্যক্তিত্বে , এই মহান পুরুষে , এই মহান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মধ্যে সম্মিলন ঘটেছিল।

Av¤^xqv আলাইহিমুস সালামের সাথে যদি তাকে তুলনা করি সেখানেও তিনি সেরা ব্যক্তিত্ব হিসাবে প্রমাণ মিলে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যক্তিত্বে সম্মিলন ঘটে ছিল ঐ সকল শ্রেষ্ঠত্ব যার এক একটি ভিন্ন ভিন্নভাবে অন্যান্য নবী রাসূলদের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এসেছিল।

নূহ আ . এর শ্রেষ্ঠত্ব যদি হয় দীর্ঘ ধর্য্যের কারণে , কাউমের বিরামহীন প্রতিরোধের মধ্যেও তিনি তাওহীদের দাওয়াত দীর্ঘ সময় ধরে অবিরাম , ক্লান্তহীন ভাবে চালিয়ে ছিলেন এ জন্যে । ইব্রাহীম আ . এর শ্রেষ্ঠত্ব যদি হয় সহনশীলতা, নম্রতা , উম্মতের নিকট হক্ব পৌঁছাতে গিয়ে কোমল আচরণ, আল্লাহর আদেশের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন , তার আনুগত্যের জন্য দ্রুত অগ্রসর হওয়ার মাধ্যমে। মুসা আ . যদি শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন বিচক্ষণ নেতৃত্বের জন্য যে নেতৃত্বে সম্পৃক্ত হয়েছিল বনী ঈস্রাইল এবং তারা এ আন্দোলনে সফলও হয়ে ছিল। ফলে তারা বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিল , অপদস্থ ও হীনতা থেকে ¯^vaxbZv ও সম্মানের দিকে। এবং এমন একজাতি গঠন হলো যারা পরিচালিত হতো আল্লাহর শরীয়ত অনুযায়ী। যদি ঈসা আ . এর ¯^Zš¿Zv অর্জন হয় আধ্যাতিকতা , নম্রতা , বিনয়তার জন্যে। যা দ্বারা বিধ্বংসী বস্তুবাদ যা সারা পৃথবীতে বিস্তৃতি লাভ করেছিল , মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে ছিলেন এক ঝাঁক শিষ্যকে (যারা হাওয়ারী হিসাবে পরিচিত) উন্নত মানের চরিত্র , আধ্যাত্মিকতা ও তাদের রাসুলের শিক্ষার আনুগত্যতার জন্য।

[illegible]

[illegible] :

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ (الصف: 9)

[illegible]

وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿النساء: 113﴾

[illegible]

[illegible] :

[illegible]

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿ألاحزاب:21﴾

[illegible]

থাকবে। সততা, আমানতদারী, তাকওয়া, গুপ্ত বা প্রকাশ্য যে কোন প্রকার বিশুদ্ধতা, আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা, আল্লাহর আহ্বানের তড়িৎ জবাব দেয়া, বীরত্ব, ধৈর্য, বিজ্ঞতা, দুনিয়া বিমূখতা, বলার দক্ষতা, উত্তম ব্যবহার, বিনম্র মেলা মেশা, হৃদ্যতা, কমলতা, প্রচেষ্টায় প্রত্যয়ী, সকল বিষয় মধ্যম পন্থা Aej¤^b করা ইত্যাদি। সব কিছু । যাই হোক যদি আমরা আগ্রহী হই মুসলমানের মধ্য থেকে একটি সৎ প্রজন্ম সৃষ্টির তাহলে আমাদের দুইটি কাজ প্রয়োজন।
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবন চরিত এর সকল দিক সম্পর্কে অবহিত হওয়া, অধ্যয়ন করা, গভীর মনোযোগী হয়ে গবেষণা করা।
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিক নির্দেশনাগুলোর তাত্বিক প্রয়োগের প্রচেষ্টা চালানো ঠিক ঐ আকৃতিতে যে আকৃতিতে রাসূলের কাওলী (নির্দেশ মূলক রীতি- নীতি) ও আমলী (ব্যবহারিক রীতি-নীতি) সুন্নাত পাওয়া যায়। যদি আমরা এই দুইটি উপাদনকে যথাযথ ভাবে দাঁড় করাতে পারি, তাহলে ইসলামের এই দ্বিতীয় গোরবত বা নির্বাসন (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ইসলামের যাত্রা শুরু হয় নির্বাসনের মাধ্যমে যেভাবে শুরু হয়েছিল সে অবস্থায় আবার ফিরে যাবে। আজকের প্রেক্ষাপট রাসূলের হাদীসের সত্যতা প্রমান করে।) যা আজকে আমরা অতিক্রম করছি দূর করতে সক্ষম হবো এবং উম্মতের হারানো গৌরব ফিরে পাবে। আমাদের উপর ফরজ যেমনিভাবে প্রথম যুগের মুসলমানগণ পবিত্র ইসলামকে নির্বাসনের হাত হতে রক্ষা করেছিল। আমরাও সকল বাধা ছিন্ন করে ইসলাম রক্ষা ও আল্লাহর জমীনে তা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নির্বাসনের হাত থেকে হেফাজত করা। কোন ব্যক্তিত্বের অনুকরণ অথবা কোন আদর্শ শিক্ষার জন্য পশ্চিম অথবা পূর্বের দিকে কৌতোহলী অনুসন্ধান আজকের দিনে ও প্রয়োজন নেই। কারণ ইসলামী শিক্ষা ও পদ্ধতির সামনে সকল মানবীয় শিক্ষাই অসম্পূর্ণ ও দূর্বল। সকল ব্যক্তিত্বই রাসূলের মোকাবেলায় শিকড়হীন হঠাৎ জেগে উঠা আগাছার মত। তাহলে বিশাল জ্ঞান ভান্ডারের মালিক হয়ে আমরা কেন ভিক্ষুক হতে যাব? আমাদের বিশ্বসেরা আদর্শ, মহা পুরুষ থাকতে কেন যাব ঐ অসাড় নেতৃত্বের অনুকরণ করতে?
আমাদের মহান রাসূলের জীবনীতে ফিরে আসতে হবে এবং রাসূলের নূরে হিদায়েতের রঙ্গে আমদের রঙ্গীন হতে হবে।
পয়গামের মুহাম্মদীর বৈশিষ্ট্য:
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালত হচ্ছে সর্বশেষ ঐশী বার্তা ঐশী মিশন। এর মাধ্যমে মানব জাতির জন্য আল্লাহ তাআলার প্রদত্ত জীবন বিধান পরিপূর্ণ হয়েছে। মানব জাতির উপর আল্লাহর নেয়ামত পূর্ণতা লাভ করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

21

الْيَــوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِــيتُ لَكُمُ الْإِسْــلَامَ دِينًا (ألمائدة: 3)

[illegible]

[illegible]:

[illegible]

[illegible]-

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَـاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَـانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (الأحزاب:40)

[illegible]

[illegible]-

مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا وأحسنه وأجمله إلا موضع اللبنة من زاوية من زاوياه وجعل الناس يطوفون به ويعجبون له يقولـون هلا وضعت هذه اللبـنة؟ فأنا خاتم النبيين (مسلم:4239)

[illegible]

[illegible]:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْـكَ الْكِتَـابَ بِـالْحَقِّ مُصَـدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْـهِ مِنَ الْكِتَـابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْـهِ (ألمائدة: 48)

[illegible]

[illegible]

فالكتب كلها تقول:إنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له ـ والقرآن يقول نفس الشئ.

[illegible]

والكتب كلها تقول :((أعبدوا الله ما لكم من إله غيره)) والقرآن يدعو نفس الدعوة.

সকল কিতাব দাওয়াত দেয় এই বলে , আল্লাহর বন্দেগী কর তিনি ছাড়া তোমাদের কোন উপাস্য নেই। কুরআনুল কারীম ও এই দাওয়াতই দেয়। তবে কুরআন একই সাথে পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের বিধি বিধানেরও রক্ষণা বেক্ষণকারী। এই কিতাব আল্লাহর পক্ষ হতে সর্বশেষ বাণী। এই কিতাবের বিধান মেনে চলা ফরজ। পূর্ববর্তী কিতাবের যে সব বিষয় এই কিতাবের সাথে সাংঘর্ষিক তা বর্জনীয়। নিম্নে বর্ণিত আয়াতও তাই প্রমাণ করে-

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ (ألمائدة: 68)

বলে দিন , হে আহলে কিতাবগণ তোমরা কোন দ্বীনের উপর নেই , যে পর্যন্ত না তোমরা তাওরাত , ইঞ্জীল এবং যে গ্রন্থ তোমাদের পালন কর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি অবর্তীর্ণ হয়েছে তাও পুরোপুরী পালন না কর। এ আয়াতে তাদের কাছে অংশিদার বিহীন এক আল্লাহর বন্দেগীর মাধ্যমে তাওরাত ও ইঞ্জিল প্রতিষ্ঠার দাবী করা হয়েছে। এতে করে (ইহুদীদের দাবী উযায়ের আল্লাহর সন্তান ও খ্রীষ্টানদের দাবী ঈসা আল্লাহর সন্তান তা বাতিল দাবী বলে প্রমান হয় এবং মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ এর রিসালতের ¯^xK…wZ চাওয়া হয়। কারণ তাওরাত ও ইঞ্জিলে মুহাম্মদ এর নাম , বৈশিষ্ট্য , রেসালত প্রেরণের স্থান , হিজরতের স্থান তারা জেনেছে। অতঃপর তাদের কে বলা হয়েছে কুরআনে বর্ণিত দ্বীন ও শরীয়ত প্রতিষ্ঠার জন্য। কোরআন মান্য না করলে তাদের কোন দ্বীন ধর্ম আল্লাহ গ্রহণ করবেন না। যা এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায়।

([illegible]) [illegible]

قُولُوا آَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ألبقرة:136

[illegible], [illegible]

[illegible] A¯^xKvi [illegible], [illegible] A¯^xKvi [illegible]

[illegible]-

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ 3 وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ 4 ألبقرة

[illegible]

[illegible]

[illegible]

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا (ألنور: 55(

[illegible], [illegible], [illegible]

وَكَـذَلِكَ جَعَلْنَـاكُمْ أُمَّةً وَسَـطًا لِتَكُونُـوا شُـهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُـونَ الرَّسُـولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (البقرة:143(

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ (النساء: 135)

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ (آل عمران: 110(

[illegible]

[illegible]

([illegible]) [illegible]

يقـول الرسـول صـلي الله عليه وسـلم كـان كل نـبي قبلي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة: (متفق عليه(

[illegible]

[illegible]-

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ الأنبياء: 107

[illegible]

وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ القلم:52

[illegible] ¯^ífcÕ

[illegible]-

قُـلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُـولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَـهُ مُلْـكُ السَّـمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (الأعراف: 158(

[illegible]! [illegible]

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ألمائدة: 15

[illegible]! [illegible]

[illegible], [illegible]

[illegible]-

وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ فاطر:24

[illegible]

[illegible]-

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ (ألنحل:36)
আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূর প্রেরণ করেছি এই
মর্মে যে , তোমরা আল্লাহর এবাদত কর এবং তাগুত থেকে নিরাপদে থাক।
আল্লাহ তাআলা বলেন -
ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى (ألمؤمنون: 44)
এরপর আমি একাধিকক্রমে আমার রাসূল প্রেরণ করেছি
অতঃপর আল্লাহ তাআলা নির্ধারণ করেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালত হবে শেষ ও সকল মানুষের জন্য প্রেরিত রিসালত এবং অব্যাহত থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত।এতে আমরা আল্লাহ তাআলার মহান এক হিকমত বিষয় চিন্তা করতে পারি।
ইতিপূর্বেকার উম্মত একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থান করত। সম্প্রদায়িক পরিচয়ে নির্দিষ্ট এলাকা ছিল তাদের আবাসস্থল ,
আল্লাহ তাআলা ঐ সময় তাদের প্রতি আঞ্চলিক রাসূল প্রেরণ করতেন প্রত্যেকেই তার জন্য নির্ধারিত অঞ্চলে নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে দাওয়াত দিতেন।
[illegible] ছিল-
يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره
হে আমার কাউম আল্লার ইবাদত কর তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন উপাস্য নেই।
আল্লাহ তাআলা জানতেন মানব জাতি এক সময় পরিণত হবে ও সুপথে প্রদর্শিত হবে , স্থান কালের দূরত্ব ছোট হয়ে একাকার হবে ;
সে সময় তাদের প্রতি প্রেরণ করবেন একজন রাসূল। তিনিই হচ্ছেন শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি তার রিসালত পৌঁছাবেন সারা বিশ্বের কাছে এবং তার পর তার অনুসারীগণ প্রত্যেক জনবসতির কাছে তা পৌঁছাবে ,
যাতে ভূ -খন্ডের কোন অঞ্চল তার রিসালত থেকে বাদ পড়ে না যায়। অন্য দিকে নবী রাসূলদের সূচনা কালেই আল্লাহর জানা ছিল তাদের জন্য প্রত্যক্ষ মুজিযা প্রয়োজন। যাতে উম্মতেরা প্রেরিত রাসুলের রিসালতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে।
প্রত্যক্ষ মুজিযার বৈশিষ্ট্য হলো নির্দিষ্ট পরিধিতে তা আবদ্ধ থাকে। তাহলো দর্শকদের পরিধি যারা সরাসরি তা দেখার অথবা কাছে থেকে ঘটনা শুনার সুযোগ হয়। এতে করে রাসূলের মুজিযা বিশেষভাবে তার কাউমের লোকেরাই দেখতে পেতো ।
অতঃপর আল্লাহ এও জানতেন যে মানব জাতি একদিন পরিণত অবস্থায় ফিরে আসবে তখন শুধু প্রত্যক্ষ মুজিযা যথেষ্ট নয় ;
যার পরিধি হচ্ছে খুবই সীমিত।
তখন এমন এক মুজিযা প্রয়োজন যার কোন নির্ধারিত পরিধি বা সীমা রেখা থাকবেনা , যা হবে সকলের বোধগম্য। সেই মুজিযা বা আল কুরআন দিয়ে প্রেরণ করেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। যার মাধ্যমে তার রিসালত উপস্থিত

[illegible]

[illegible] -

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿الملك:14 ﴾

[illegible]

[illegible] -

لا إله إلا الله ـ أعبدوا الله ما لكم من إله غيره

[illegible] -

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿181﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿182﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿الشعرء:183 ﴾

[illegible] -

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿165﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿ الشعراء: 166﴾

[illegible] -

وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ (آل عمران: 50)

আমর এটি পূর্ববর্তী কিতাব সমূহকে সত্যায়ন করে যেমন তাওরাত। আর তা এজন্য যাতে তোমাদের জন্য হালাল করে দেই কোন কোন বস্তু যা তোমাদের জন্য হারাম ছিল।
মূলত ইঞ্জিলকে মনে করা হয় তাওরাতের পূর্ণাঙ্গ রূপ ও তার কতিপয় আহকামের সংশোধনকারী অথবা বনী ঈস্রাইলের অপকর্মের ফলে তাদের উপর চেপে দেয়া আল্লাহ কর্তৃক শাস্তি সম্পর্কে নমনীয়তার বিবরণ।
অতঃপর ঐ সময়ের আগমন হলো যা আল্লাহ পূর্বেই জানতেন। তা হলো মানব সমাজ পূর্ণাঙ্গ একটি জীবন বিধান গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন। এবং আল্লাহর মূলত উদ্দেশ্যও ছিল এই রিসালত , যা তিনি কিয়ামত পর্যন্ত ভূ -খন্ডে বহাল রাখবেন। তাই এ রিসালতকে করেছেন এমন এক ব্যাপক রিসালত যা সকল ক্ষেত্রে মানব জাতির সকল চাহিদা পূরণে সক্ষম। এবং তা প্রেরণ করেন নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট।
এই রিসালতের সূচনাতেই ছিল ঐ মহান বিপ্লবী ঘোষনা যা অন্য সকল রিসালতে ছিল। তাহলো প্রভুত্বের ঘোষনা কারণ এটাই হচ্ছে মানব জীবনের মৌলিক বিষয়াবলীর মধ্যে সর্ব প্রথম বিষয়, কারণ প্রভুর পরিচয় ছাড়া পৃথিবীতে কোন সংস্কার করাই সম্ভব হয় না। এজন্য দুনিয়াতে ভালো লোকদের এটাই হয় প্রথম চাহিদা।
অতঃপর এতে রয়েছে মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রের দিক নির্দেশনা ও কার্যকরী বিধান - রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক , সামাজিক , মানসিক , আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক ইত্যাদি। এখানে সব বিষয়ের বিস্তারিত পর্যালোচনা সম্ভব নয়। মূলত এটা হচ্ছে ইসলামী শরীয়ত ও শাস্ত্রবিদদের গবেষণার বিষয়। এখানে বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট তিনটি বিষয় আলোচনা হবে।
সার্বিকভাবে বলা যায় মানব জীবনের এমন কোন বিষয় নেই যে বিষয়ে ইসলাম বিধান অথবা গঠন মূলক বক্তব্য পেশ করেনি।
ইসলাম সংগঠিত করে মানুষের সাথে তার প্রভুর সম্পর্কের তা হলো আল্লাহর একাত্ববাদ ও তার আনুগত্যে অবিচল থাকা। এবং মানুষের সাথে তার আত্মার সম্পর্কের - তা হচ্ছে আত্মশুদ্ধি। যে দিকে قد افلح من زكاها আয়াত দিক নির্দেশনা দেয়। এবং এ আত্মশুদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সকল গুণাবলী ও কাজের। মানুষের সাথে অপরাপর বিষয়ের সম্পর্কের - রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক , সামাজিক সম্পর্ক অর্থাৎ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ব্যক্তি ও পরিবারে , ব্যক্তিও সমাজে , শাসক ও শাসিতে , মুসলিমে অমুসলিমে সম্পর্ক। ¯^vfvweK ও A¯^vfvweK অবস্থায় যা বর্তমান সমাজে প্রচলিত পরিভাষায় দেওয়ানি আইন , ফৌজদারী আইন, ব্যবসায়িক আইন , কার্যপ্রনালী বিধি আইন , শাসনতান্ত্রিক আইন , আন্তর্জাতিক আইন ইত্যাদি আইনের আওতায় প্রকাশ হয়।

[illegible]

[illegible] : [illegible]

[illegible]-

وثيابك فطهر (ألمدثر: 4(

[illegible]

يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ (الأعراف: 31(

[illegible]! [illegible]

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً (النحل: 8(

[illegible], [illegible]

[illegible]-

وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (ألنحل:6)

[illegible]

انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ (الأنعام: 99)

[illegible]

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْـزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّـمَاءِ مَـاءً فَأَنْبَتْنَا بِـهِ حَـدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ (النمل: 60(

[illegible]

([illegible]) [illegible] -[illegible]- [illegible]

([illegible]) [illegible] m¤^wjZ [illegible]- [illegible], [illegible], [illegible],

([illegible]) [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]-[illegible]

[illegible]-

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ (الجاثية: 13(

এবং আয়ত্বাধীন করে দিয়েছেন তোমাদের যা আছে নভোমন্ডলে ও যা আছে ভূ মন্ডলে ; তার পক্ষ থেকে।
যেমন রাজনীতি ও অর্থনীতি যা যুগের চাহিদা ও প্রেক্ষাপটে পরিবর্তন হয়। তবে এ পরিবর্তনের পরও অবশ্যই পালনীয় হচ্ছে , কতিপয় মৌলিক নীতির উপর রেখে পরিবর্তন করতে হবে। শাসন নীতির পরিবর্তন হবে তবে আল্লাহর দেয়া সীমা রেখার মধ্যে থেকে তাকে বিকৃতি করে নয়। আইন প্রয়োগ হবে আদল বা ইনসাফ ভিত্তিক , আদলের বিপরীত দূর্নীতি অথবা অন্য কোন পথে নয়। সত্য কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের বাধা দানের ক্ষেত্রেও মৌলনীতি পরিবর্তন করা যাবে না।
এমনিভাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আসবে কিন্তু মূলনীতি বিকৃতি করা যাবে না। যেমন - সুদ , অবৈধভাবে মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মজুত করণ , জবর দখল, লুন্ঠন করা , প্রতারণা করা , চুরি করা তা যে কোন পদ্ধতিতেই হোক না কেন ? এমনি ভাবে সম্পদ সঞ্চিত না করা , গুনাহের কাজে ব্যয় না করা,বরং যাকাত প্রদান করা , আল্লাহর পথে ব্যয় করা। এই মূলনীতি বহাল রেখে পরিবর্তন করলে শরীয়তের উদ্দেশ্য ও যুগের চাহিদা উভয়টির প্রতিফলন ঘটবে।
(৩) কতিপয় বিষয় যে গুলো সম্পর্কে কোন নাছ বা শরয়ী ব্যাখ্যা নেই এ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

إن الله تركها رحمة با لناس غير النسيان (الحاكم)

নিশ্চয় এগুলো আল্লাহ তাআলা বর্জন করেছেন মানুষের প্রতি করুনা করে ইচ্ছাকৃত ভাবে , ভুল করে নয়। মানুষের চাহিদানুযায়ী নব নব আবিস্কার গুলোও এর আওতায় আসবে এ বিষয়টি গবেষণার জন্য উন্মুক্ত তবে সতর্কতা Aej¤^b করতে হবে যাতে শরয়ী বিধানের সাথে সংঘর্ষক না হয়।
এই বিবরণের ফলে পরিস্কার বুঝা যায় মানব সভ্যতার উন্নয়ন অগ্রগতি ইসলামী শরীয়তের শুরু হতে কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামী পরিবেশে থেকেই সম্ভব। সুস্থ অগ্রগতিতে ইসলাম কোন বাধা নয়। হ্যাঁ ইসলামী শরীয়ত বিকৃতি করে অগ্রগতি করতে চাইলে ইসলাম সেখানে সংশোধনের জন্য পথ নির্দেশ করে। কারণ এর উদ্দেশ্যই হলো মানব জীবনকে সুগঠিত করণ সুবিন্যস্ত করণ সকল যুগে সকল পরিবেশে। যাতে সর্বাবস্থায় মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি ও ইচ্ছানুযায়ী পরিচালিত হয়।
আল্লাহ বলেন -

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿4﴾ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿5﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (ألتين: 4-6)

আমিতো সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে। অতঃপর আমি তাকে হীনতা গ্রস্তদের হীনতমে পরিণত করে। কিন্তু তাদেরকে নয় যারা মুমিন ও সৎকর্ম পরায়ন ; তাদের জন্য তো আছে নিরবাচ্ছিন্ন পুরস্কার। অতএব , ইসলাম আধুনিকতা , ও বিজ্ঞান

বিরোধী নয় , বরং ইসলামেই মুসলমানদের উৎসাহিত করেছে বিজ্ঞানের এক বিশাল ভান্ডার সৃষ্টিতে। তাদের বিজ্ঞান গবেষণার বড় দৃষ্টান্ত হলো তাদের বিজ্ঞানাগারেই ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের জন্ম। তাও আবার মুসলমানদের হাতেই স্পেনে , উত্তর আফ্রীকাতে , সিসিলিতে , দক্ষিণ ইসলামিক ইটালীতে যার উপরেই নির্ভর করে গড়ে উঠল আধুনিক বিজ্ঞান। ইসলামী সভ্যতায় করেছিল পৃথিবীকে আলোকিত যখন ইউরোপ মধ্যযুগী অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছিল। সময়টি তাদের জন্য ছিল অন্ধকার আর ইসলামের জন্য ছিল অতি উজ্জ্বল। এই সভ্যতার বিস্ময়কর দিক হলো সকল ক্ষেত্রে সকল দিকে যেখানেই মানুষের বসতি ছিল সেটাকেই এই সভ্যতা জয় করেছিল। তবে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে নয়। যেমনটি আধুনিক জাহিলী সভ্যতা - পশ্চিমা জগত - করে চলছে। এবং তা করেছে ইহকাল ও পরকালের মধ্যে বিভক্তিকে নথিভূক্ত করে। যে সভ্যতা জোর পূর্বক ঠেলে দেয় মানুষকে সস্তা ভোগের সামগ্রীর দিকে যা থেকে নিশ্চিত সৃষ্টি হয় ফাসাদ - ¯^fv‡e, চরিত্রে , জন্ম হয় ভয়ানক সংঘাতের যা ভূখণ্ডকে ধ্বংসের সম্মুখীন করে।

ইসলাম ব্যতিক্রমধর্মী শ্রেষ্ঠ ও সেরা সভ্যতার নির্মাণ করে আবার তা হয় আল্লাহ প্রদর্শিত পন্থায়। এর ফলে মানুষ জাগতিক সুখ , আরাম আয়েশী জীবন থেকেও বঞ্চিত হয় না , আবার মানবীয় কাঠামোও ঠিক থাকে। এ সভ্যতায় মানুষ দুনিয়া ভোগ করে কিন্তু মনুষ্য স্তর হতে পশু স্তরে নেমে আসেনা।

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿الأعراف:32 ﴾

হে মুহাম্মদ ! তুমি জিজ্ঞেস কর যে , আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্যে যেসব শোভনীয় বস্তু ও পবিত্র জীবিকা সৃষ্টি করেছেন , তা কে নিষিদ্ধ করেছে ? তুমি ঘোষণা কর , এ সব বস্তু পার্থিব জীবনে, বিশেষ করে কিয়ামতের দিনে ঐসব লোকের জন্যে যারা মুমিন হবে , এমনি ভাবে আমি জ্ঞানী সমপ্রদায়ের জন্যে নিদর্শন সমূহ বিশদ ভাবে বিবৃত করে থাকি।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ﴿محمد: 12﴾

যারা কুফরী করে ভোগ - বিলাসে লিপ্ত থাকে এবং জন্তু জানোয়ারের মত উদর পূর্তি করে তাদের নিবাস জাহান্নাম।

(৫) এই রিসালতের চিন্তা পদ্ধতি **:**

এই রিসালতের ¯^Zš¿ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আর একটি হচ্ছে হক্ব অনুসন্ধানে এর রয়েছে চিন্তা পদ্ধতি। এই রিসালত একজন মানুষকে পুরোপুরিভাবে m‡¤^vab করে- তার বোধ শক্তি ও আত্মাকে সমান ভাবে। যেমন কুরআন উদ্বুদ্ধ করে মানুষের অনুভূতিকে যাতে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় ; সৃষ্টি জগতে

[illegible]

m‡š^vab [illegible]

قُلِ الْحَمْـدُ لِلَّهِ وَسَـلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْـطَفَى آَللَّهُ خَيْـرٌ أَمَّا يُشْـرِكُونَ (
59) أَمَّنْ خَلَـقَ السَّـمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْـزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّـمَاءِ مَـاءً فَأَنْبَتْنَا بِـهِ
حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَـانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُـوا شَـجَرَهَا أَئِلَـهٌ مَـعَ اللَّهِ بَـلْ هُمْ قَـوْمٌ
يَعْدِلُونَ (60) أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ
وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَـاجِزًا أَئِلَـهٌ مَـعَ اللَّهِ بَـلْ أَكْثَـرُهُمْ لَا يَعْلَمُـونَ (61) أَمَّنْ
يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَئِلَـهٌ مَـعَ اللَّهِ
قَلِيلًا مَا تَـذَكَّرُونَ (62) أَمَّنْ يَهْـدِيكُمْ فِي ظُلُمَـاتِ الْبَـرِّ وَالْبَحْـرِ وَمَنْ يُرْسِـلُ
الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَـدَيْ رَحْمَتِـهِ أَئِلَـهٌ مَـعَ اللَّهِ تَعَـالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْـرِكُونَ (63)
أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَئِلَهٌ مَـعَ اللَّهِ قُـلْ
هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (64) (النمل: 59-64)

[illegible]

[illegible]
m‡š^vab [illegible]-

أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (ألنحل:17)

[illegible]?

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آَلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا (الأنبياء: 22)

[illegible]

مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ (ألمؤمنون:91)

[illegible]

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (ألمؤمنون:82)

[illegible]? [illegible]

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ (3) ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ (4) سورة الملك

[illegible]; [illegible]? [illegible]

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آَبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آَبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (170) سورة البقرة

[illegible], [illegible], [illegible]-[illegible]- [illegible], [illegible]

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (ألاسراء:36)

[illegible], [illegible], [illegible]

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ (سبأ:46)

[illegible],

অতঃপর তোমরা চিন্তা করে দেখো তোমাদের সঙ্গী আদৌ উম্মাদ নয়। সে তো আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে তোমাদের সতর্ককারী মাত্র।
উল্লেখিত আয়াত ও অনুরূপ যে সব আয়াত আছে সেগুলো সম্মিলিতভাবে চিন্তা পদ্ধতির একটি রূপ রেখার জন্ম দেয়। যা চিন্তাশীল ব্যক্তিদের হক্বের দিকে পৌঁছায়।
তা সংক্ষেপে কয়েকটি পয়েন্টে উল্লেখ করা যেতে পারে- অন্ধনুকরণ ও বাপ- দাদাদের থেকে প্রাপ্ত, দলিল প্রমান বিহীন রসম-রেওয়াজকে পরিত্যাগ করা।
কোন মতাদর্শ যাচাই ও যুক্তিক প্রমান নিশ্চিত হওয়ার পূর্বে তার অনুকরণ না করা। কারণ মানুষকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে চিন্তা ও গবেষণা করার। আল্লাহ তাকে কান, চক্ষু ও বুদ্ধি দিয়েছে সে নিজে চিন্তা করবে যাচাই করবে। কিয়ামতে সে জিজ্ঞাসিত হবে কেন সে অনুকরণ করল? বিষয়ের ভালো- মন্দ না জেনে।
সকল বিষয় যুক্তি গ্রাহ্য চিন্তা করা প্রবৃত্তি মত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা, কারণ প্রবৃত্তি মানুষকে হক্ব থেকে অন্ধ করে রাখে।
মানুষ যখন এ পদ্ধতির অনুসরণ করে, প্রমাণ বিহীন রসম রেওয়াজ প্রত্যাখ্যান করবে অন্ধনুকরণ থেকে দূরে থাকবে দলিল ছাড়া কোন বিষয় গ্রহনে রাজী হবে না। অতঃপর প্রবৃত্তি হতে মুক্ত হয়ে বুদ্ধি বিবেক দিয়ে বাস্তব ভিত্তিক চিন্তা করবে আল্লাহর ইচ্ছায় সে হক্ব পথে পরিচালিত হবে।
পূর্বেকার সকল রিসালত হতে এ রিসালত ¯^Zš¿Zv পেয়েছে চিন্তা পদ্ধতির মাধ্যমে। কারণ পূর্বেকার সকল রিসালতে প্রত্যক্ষ মুজিযাই প্রামাণ হিসেবে উত্থাপিত হতো আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত রাসূলের প্রমাণ হিসেবে। আল্লাহ প্রেরিত রাসূলদের উপর বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যম ছিল তাদের পক্ষ থেকে প্রকাশ্য মুজিজা পেশ। যা মানুষ প্রত্যক্ষ করত অথবা শুনতো।
কিন্তু রিসালতে মুহাম্মদী যা আল্লাহর ইচ্ছা কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। এর উপর বিশ্বাস স্থাপনকে আল্লাহ তাআলা আকল বুদ্ধির মুখোমুখি করে দিয়েছেন। যাতে m‡¤^vab করা যায় সকল মানুষকে এই রিসালত অবতীর্ণ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত। আকল বুদ্ধি মানুষের সঙ্গে যুগের পর যুগ সকল সময় সকল স্থানে বিরাজ করে। শুধু প্রত্যক্ষ কোন মুজিযা নির্দিষ্ট কোন প্রজন্মকে উদ্দেশ্য করে নয়। মানুষের ভিতর অবস্থিত এই সুপ্ত যন্ত্রের মাধ্যমে তাকে আহ্বান জানায় হক্বের আনুগত্য করতে যদি সে সঠিক ভাবে এই বুদ্ধি কে ব্যবহার করে তা হলে হক্ব গ্রহনের বিকল্প অন্য কিছু থাকবেনা। কুরআন কখনো অন্ধ বিশ্বাস করতে আহ্বান করেনা, বরং সকল বিষয় বুদ্ধি বিবেক ব্যবহারের আহ্বান জানায়। এমনকি স্রষ্টার

[illegible] ¯^K…wZ [illegible] - [illegible]? [illegible] ¯^xKvi [illegible]

[illegible] ¯^Zš¿|

[illegible] ¯^vaxbZv [illegible] ¯^vaxbZv [illegible]

[illegible]

﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ ﴾الجاثية:13﴿

[illegible]

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ﴾الأسراء:12﴿

[illegible] A‡š^Ib [illegible]

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ﴾ألبقرة:189﴿

[illegible]

لقد جعل الله لكل داء دواء فاذا مرضتم فتداووا. (ابو داؤد:3376)

আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক রোগের ঔষধ সৃষ্টি করেছে অতএব অসুস্থ্য হলে তোমরা চিকিৎসা কর।
কুরআন ও সুন্নাহর এ জাতীয় উপদেশ দিকনির্দেশনা দর্শন করা যথেষ্ট নয় বরং তার কারণ অনুসন্ধানে দৃষ্টি দিতে হবে।
উম্মতে মুসলিমাহ তো এই জন্যেই প্রেরিত হয়েছিল যে , তারা সমকালিন বৈধ উৎস হতে জ্ঞান আহরণ করবে। অতঃপর এ সঞ্চিত জ্ঞান দিয়ে উদ্ভাবন করবে নিজস্ব বিজ্ঞানাগার , যে বিজ্ঞানাগারের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে এক সময় ইউরোপ জন্ম দিয়েছিল বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের। এই বিপ্লবের উল্লেখ যোগ্য পদ্ধতি ছিল - দর্শন , পর্যবেক্ষণ ও অনুশীলন। যার উপরই প্রতিষ্ঠিত হয় সকল আধুনিক বৈজ্ঞানিক সভ্যতার। এমনি ভাবে কুরআন দাবী করে মানব বিবেকের কাছে সে যেন আল্লাহর বিধানে তাৎপর্যপূর্ণ চিন্তা , গবেষণা করে। যতটুকু তার জন্য বৈধ করা হয়েছে। যেন পরক্ষণে এই বিধানের বাস্তবায়ন হয় পরিপূর্ণ সতর্কতা ও সুনিপুনভাবে। এজন্য লক্ষ্য করা যায় যে আল্লাহ তাআলা আহকামের আয়াতের সমাপ্তি এভাবে করেছেন।
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ألنور:61﴾
এমনিভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্যে আয়াত সমূহ বিশদ ভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা বুঝে নাও।
এই দিক নির্দেশনা থেকেই সৃষ্টি হয় ইসলামী ফিকাহ শাস্ত্রের , এ হলো মহামূল্যবান এক বিস্ময়কর ফল যা মুসলিম মেধা হতে জন্ম হয়েছে। এই উদ্ভাবনী আজও কার্যকর। জীবনের উন্নয়নের জন্য , যত দিন জীবন থাকবে ততদিন এর কার্যকারিতাও থাকবে। এমনি ভাবে ইসলাম , মানব বিবেককে দৃষ্টি দিতে বলে আল্লাহর পরিকল্পনা ও রীতি প্রকৃতির দিকে যার উপর ভর করে পৃথিবীতে মানব জীবন পরিচালিত হচ্ছে।
وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿ألفتح:23﴾
তুমি আল্লাহর রীতিতে কোন পরিবর্তন পাবে না।
إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ (الرعد:11)
আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না , যে পর্যন্ত না তারা তাদের নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।
ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ الروم:41﴾
স্থলে ও জলে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ছে। আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্মের শাস্তি Av¯^v`b করাতে চান যাতে তারা ফিরে আসে।
وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴿ألأسراء: 16﴾
যখন আমি কোন জনপথ কে ধ্বংস করার ইচ্ছা করি তখন তার অবস্থাপন্ন লোকদের উদ্বুদ্ধ করি অতঃপর তারা পাপাচারে মেতে উঠে। তখন সে জন গৌষ্ঠীর উপর আদেশ অবধারিত হয়ে যায়। অতঃপর আমি তাকে উঠিয়ে আছাড় দেই।

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿الأعراف:96﴾

[illegible] Aej¤^b [illegible]

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴿الأنعام:44﴾

[illegible]

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً (الأنفال: 25)

[illegible]

لتأمرن بالمعروف ولتمنعن عن المنكر أو ليوشكن الله إن يبعث عليكم عذابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. (الترمذي:290)

[illegible]

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُروا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿آل عمران: 137﴾

[illegible]

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿ألحج:46﴾

[illegible]

অতএব দাবী হচ্ছে ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়া। ঘটনাবহুল মানব ইতিহাস এমনিতে সৃষ্টি হয়নি বরং আল্লাহর সুচিন্তিত নীতিতেই জীবনাচরণ অগ্রসর হয়। এবং একটা ঘটনার সাথে অপর ঘটনার আল্লাহর পূর্ব নির্ধারণ যোগসূত্র রয়েছে এবং সেসব রব্বানি জীবনাচরণের প্রতিষ্ঠিত নিয়মেই ঘটছে। অতএব, যখন আকল তাহা চিন্তা করবে এবং ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিবে, নিশ্চিত যে পূর্ববর্তী মানব সমাজ যেসব ভুল করেছিল সে ঐ সব ভুলে নিমজ্জিত হবেনা। বরং তার ভুল সে সংশোধন করে নিবে যাতে দুনিয়াতে আল্লাহর নিয়ম নীতির সাথে সংঘাত না হয় এবং এই সতর্কতা তাকে পরিচালিত করবে পরকালের শান্তি ও নিরাপত্তার দিকে। আলোচনার আলোকে বলতে পারি, যেসব ক্ষেত্রে ইসলাম মানব বিবেককে চিন্তা ও গবেষণা করতে বলে এমন ক্ষেত্র পাঁচটি।
(ক) সৃষ্টি জগতে আল্লাহর নিদর্শন সমূহে চিন্তা- গবেষণা করা যাতে স্রষ্টার পরিচয়, তারপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও তার আনুগত্য অর্জন করা যায়।
(খ) সৃষ্টি জগতে আল্লাহর নিদর্শন সমূহে চিন্তা গবেষণা করা প্রকৃতি শক্তিকে আহরণের জন্য। যার উপর বিশ্ব জগত চলছে, যাতে তার শক্তি কাজে লাগানো যায়, অধীনে নেয়া যায় ভূমন্ডল বিনির্মানের জন্য।
(গ) আল্লাহর প্রজ্ঞাময় বিধানে চিন্তা করা যাতে মানব জীবনের নতুন নতুন বিষয়ে তা প্রয়োগ করতে সুন্দর হয়।
(ঘ) রব্বানী রীতি-নীতিতে চিন্তা গবেষণা করা যে রীতিনুযায়ী ভুখন্ডে মানব জীবন পরিচালিত হয়, মানব সমাজকে সুবিন্যস্ত করার জন্যে।
(ঙ) ভুল থেকে বাঁচতে অতিক্রান্ত মানব ইতিহাসে চিন্তা করা উপদেশ গ্রহণ করা যাতে সরল পথে অবিচল থাকা যায়।
৬। সমৃদ্ধ আইন প্রণয়ন উৎস
এই দাওয়াতের ¯^Zš¿ অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ছাড়াও এর আইন প্রণয়নের উৎস গুলো সমৃদ্ধ অমুখাপেক্ষী। পূর্বেকার সকল রিসালতের বিধান প্রণয়ন সীমাবদ্ধ ছিল শুধুমাত্র অবতীর্ণ কিতাবে। কিন্তু এই রিসালতের দাওয়াত কোন নির্দিষ্ট কাউম, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অবতীর্ণ হয়নি বরং সকল মানুষের জন্য সর্বকালে সর্বযুগে সমানভাবে কার্যকর উৎস হিসাবে মনোনীত। যা সকল যুগ ও সকল সময় খাপ খায়; তাই আমরা কুরআনের সাথে সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাই কুরআনের সংক্ষিপ্ত বিষয় গুলোকে ব্যাখ্যা দিতে, আহকাম বিশ্লেষণ করতে, আবার কখনো ¯^Zš¿ কোন বিধানের সিদ্ধান্ত দিতে। উদাহরণ ¯^iƒc আল্লাহ নামায ফরজ করেছেন কিন্তু নামাজের আহকাম গুলো সুন্নাত থেকে আমরা জানতে পারি। অনুরূপভাবে যাকাত সুন্নাতে রাসুলই এর আহকাম, প্রকার ও পরিমাণ নির্ধারণ করে। কতিপয় আহকাম বিষয়ে সুন্নাতে রাসুল

¯^Zš¿ [illegible] ¯^ag©Z¨vM [illegible]

[illegible]

(1) [illegible]
(2) [illegible]
(3) [illegible]
(4) [illegible]

[illegible]:

[illegible]

[illegible]

فِطْـرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَـرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْـدِيلَ لِخَلْـقِ اللَّهِ ذَلِـكَ الـدِّينُ الْقَيِّمُ
(الروم: 30)

এটাই আল্লাহর প্রকৃতি যার উপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল ধর্ম। যতই সময় অতিবাহিত হলো ও মানুষ জাহিলি প্রথা পদ্ধতির দিকে অগ্রসর হলো আল্লাহর পদ্ধতি ছেড়ে , ততই তারা অস্থিরতা ও বিপথে পতিত হলো এবং হচ্ছে। এতে করে এই দ্বীন যে মানব প্রকৃতি উপযোগী দ্বীন , সে রহস্য আরো বেশি স্পষ্ট হলো। আল্লাহর সৃষ্টি নিয়মে মানব প্রকৃতিতে কতিপয় ঝোঁক রয়েছে যা গচ্ছিত রাখা হয়েছে মানব প্রকৃতিতে। যাতে মানুষ যথার্থভাবে নির্ধারণ করতে পারে তার উপর অর্পিত ভূ -খন্ডের প্রতিনিধিত্ব বিষয়ে। সে ঝোঁক হলোঃ আহার করা , পান করা , পোষাক পরিধান , বাসস্থান , মালিক হওয়া , নিজেকে প্রতিষ্ঠিতা করণ ইত্যাদি। এই ঝোঁক বা চালিকা শক্তি ভূ -খন্ড আবাদের জন্য প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও মানব অস্তিত্বের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। যদি তাহা চলতে থাকে কোন নিয়ম নীতি ছাড়া। তখন প্রকৃতি পরিবর্তিত হবে অবাধ্য প্রবৃত্তির দিকে , মানুষও তখন নিজেকে নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হবেনা। অতএব অনুকরণীয় সহনশীল একটি নিয়ম নীতি এই ঝোঁককে যুক্তিকভাবে বৈধতা দিতে পারে একেবারে বাতিলও নয় আবার মূলনীতি ধ্বংস করেও নয়। একই মূহুর্তে তার অবাধ বিচরণও নিয়ন্ত্রণ হবে। তখন ¯^fve প্রকৃতি প্রবৃত্তিতে রূপান্তর হবেনা। অতএব মানুষ ভোগ করতে থাকবে তার জন্য উপকারি বস্তু একই মুহুর্তে তার আচরণ কে একটি সীমা রেখার মধ্যে পরিচালনা করবে যাতে ধ্বংস ও নষ্টের দিকে ধাবিত না হয়।এই কাজটিই করেছে ইসলাম। ঝোঁক বা চাহিদা কে ইসলাম বৈধ মনে করে। একই সাথে এটাকে পরিমার্জিত করার ও মানব অস্তিত্বের সীমা রেখার মধ্যে থেকে উন্নত করার জন্যও কাজ করে , যেন অবাধ্য প্রবৃত্তির আকার ধারণ না করে। বরং প্রজ্ঞাময় আল্লাহর অংকিত নিয়ম - নীতিতে পরিচালিত কতিপয় উৎসাহ ও আগ্রহ হিসাবে গণ্যহয়। আল্লাহ বলেন -

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا (البقرة : 187)

এটা হলো আল্লাহ কর্তৃক বেঁধে দেয়া সীমা। অতএব , এর কাছেও যেওনা।

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا (البقرة: 229)

এটা হলো আল্লাহ কর্তৃক বেঁধে দেয়া সীমা ,কাজেই একে অতিক্রম করোনা।

এ কারণে ইসলাম বৈরাগ্যতাকে সমর্থন করেনা। কারণ এটা ¯^fve প্রবণতাকে নষ্ট ও দমন করে দেয়।

তিন ব্যাক্তির একটি দল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘরে গেলেন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদত সম্পর্কে জানতে চাইল। যখন তাদেরকে জানানো হলো। তারা নিজেদের ইবাদতকে খুব অল্প মনে করল। অতঃপর একজন বলল আমি সারাবছর রোজ রাখব , রোজা

ভঙ্গকরবনা। অপর জন বলল আমি রাত্রি জাগ্রত থেকে ইবাদত করব, ঘুমাবো না, তৃতীয় জন বলল আমি নারীকে বিবাহ করব না। তাদের বিষয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পেরে তাদের বললেনঃ আল্লাহর শপথ নিশ্চয় আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহকে বেশি ভয়কারী। তবে আমি রোজা পালনকরি, সময়ে খাবারও গ্রহন করি, নামায আদায় করি, ঘুমাই, বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই। অতএব যে আমার সুন্নাতকে অপছন্দ করে সে আমার অন্তর্ভূক্ত নয়।
অনুরূপভাবে ইসলাম অবাধ্য প্রবৃতিতে ডুবে যাওয়াকেও সমর্থন করেনা। যা বিশেষ করে প্রচলিত জাহিলিয়াত সৃষ্টি করেছে, যাতে ¯^fve প্রকৃতি ধ্বংস হয়, চরিত্র ধ্বংস হয়, মানুষ পর্যভূষিত হয় পশুত্বে।
আমরা দেখতে পেয়েছি পূর্বের হাদিসে সর্বোত্তম আকৃতিতে ভারসাম্যের প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। বস্তুত জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলাম এ উদাহরণ পেশ করে।
ভারসাম্যহীনতার একটা উদাহরণ: পশ্চিমা পুঁজিবাদ অনুমোদিত ব্যক্তি মালিকানা, এ মালিকানার কোন সীমা ও নিয়ম নীতি নেই। ফলে তাতে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, অত্যাচার জন্ম হয়। যা পশ্চিমা জগতে বিরাজমান। কমিউনিজম ব্যক্তি মালিকানাকে A¯^xKvi করে। এতে ব্যক্তি মালিকানার কোন সুযোগ নেই। ফলে ব্যক্তির প্রেরণা ধ্বংস হয় উৎপাদন সংকুচিত হয়। পরিণতিতে এক সময়কার পৃথিবীর সেরা গম উৎপাদন খামারের মালিক রাশিয়া উৎপাদন অপর্যাপ্ত হওয়ায় আমেরিকা হতে গম আমদানি করতে হয়েছিল এবং এভাবে কমিউনিজম ধ্বংস হলো।
ইসলাম মাঝা মাঝি অবস্থান করে
ইসলাম প্রকৃতির সাথে মিলে অগ্রসর হয়। তাই শুরু থেকেই ব্যক্তি মালিকানা অনুমতি দেয়। যাতে ব্যক্তি আপন প্রেরণায় কাজ করার সুযোগ হয়। এবং কমিউনিজমের মত ব্যক্তি মালিকানাকে দমনও করেনা। বরং একটি আদর্শ নিয়ম নীতি প্রণয়ন করে যা জুলুম ও ফাসাদ থেকে দূরে রাখে। সুদ হারাম করে, মজুত করণ, লুন্ঠন, চুরি, ধোকাবাজি ইত্যাদি নিষিদ্ধ করে এবং এ অবৈধ পথে সম্পদের মালিক অথবা সম্পদ বৃদ্ধি হারাম ঘোষণা করে। অতঃপর যাকাত ফরজ করে যা সম্পদ বৃদ্ধির সীমা বেঁধে দেয় ও সম্পদে দরিদ্র শ্রেণীকে অংশিদার বানায়। এ হলো এমন কতক নিয়মাবলী যা পশ্চিমা ব্যবস্থার সৃষ্ট চরিত্র ধ্বংস ও সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক জুলুম থেকে হেফাজত করে। এভাবে আমরা যদি খুঁজতে থাকি দেখতে পাব মানব জীবনের সকল পর্যায় ধর্ম ও মানব প্রকৃতির মধ্যে পূর্ণাঙ্গ সামঞ্জস্য বিরাজ করছে ইসলামে। এমনিভাবে পথ ভ্রষ্টতা থেকে রক্ষার দিকনির্দেশনা অথবা ধ্বংসে পতিত মুহুর্তে নিজেকে রক্ষার

[illegible]

هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (الحج: 78(

[illegible]

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (البقرة: 185(

[illegible]

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا (النساء: 28)

[illegible]

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا (المائدة: 6)

[illegible]

إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه: (البخاري

[illegible]

إن الله بالناس لرؤف الرحيم: (البقرة: 143(

[illegible]

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا (النساء: 147)

[illegible]

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ (الإسراء : 70(

[illegible]

[illegible]

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّـــهَوَاتِ مِنَ النِّسَـــاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَـــاطِيرِ الْمُقَنْطَـــرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَـرْثِ ذَلِـكَ مَتَـاعُ الْحَيَـاةِ الـدُّنْيَا
وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ﴿14﴾ قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْـدَ
رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْـوَانٌ مِنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿15﴾الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَـاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا
عَذَابَ النَّارِ ﴿16﴾ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَـانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْـتَغْفِرِينَ
بِالْأَسْحَارِ ﴿17﴾ (آل عمران: 14-17)

[illegible]

[illegible]

[illegible]-

قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُم

[illegible] ¯^vfvweKfv‡eB [illegible]

ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فـإذا احببته كنت سـمعه الـذى يسمع به وبصره الذى يبصربه ويده التى يبطش بها. (البخاري:2061(

[illegible]

[illegible]

إِنَّ الَّذِينَ قَـالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْـتَقَامُوا تَتَنَـزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَـةُ أَلَّا تَخَـافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ فصلت:30

[illegible]

[illegible] ([illegible]) [illegible]-

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (البقرة: 286)

[illegible]

[illegible], [illegible], [illegible]-

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (البقرة 286)

[illegible]! [illegible], [illegible]

[illegible]

فَتَلَقَّى آَدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (البقرة: 37)

[illegible] ¯^xq [illegible], [illegible]

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (135) أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (136) آل عمران

[illegible] ¯^xq [illegible], [illegible]? [illegible] †mªvZw¯^bx [illegible], [illegible]

[illegible]? [illegible]

[illegible]

[illegible]

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ (النحل: 36(

وَمَا أَرْسَـلْنَا مِنْ قَبْلِـكَ مِنْ رَسُـولٍ إِلَّا نُـوحِي إِلَيْـهِ أَنَّهُ لَا إِلَـهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُـدُونِ
الأنبياء:25

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُـوا آَمِنُـوا بِاللَّهِ وَرَسُـولِهِ وَالْكِتَـابِ الَّذِي نَـزَّلَ عَلَى رَسُـولِهِ
(النساء: 136(

[illegible]

اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ
(الأعراف: 3)

[illegible]

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ (النحل: 35)

[illegible]

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (النساء:65)

[illegible]

এ সম্পর্কে (আল্লাহ কর্তৃক অবতীর্ণ বিধান বিহীন শাসন পরিচালনাও শিরকের অন্তর্ভুক্ত) সূরা মায়েদাতে কয়েকটি বর্ণনা এসেছে।

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿المائدة:44﴾

যে সব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী ফয়সালা করে না তারাই কাফির।

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿المائدة: 45﴾

যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী ফয়সালা করে তারাই জালেম।

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿المائدة:47

যে সব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী ফয়সালা করেনা তারাই পাপাচারী।

সূরা আল -নূর থেকে স্থীর হয় যে, ঈমানের দাবীর প্রকৃত প্রমাণেই হলো যে কোন বিচার ফায়সালাকে আল্লাহর শরীয়তের উপর সমর্পন করা। তা না হলে ঈমানের দাবী মিথ্যা বলে গণ্য হবে।

وَيَقُولُونَ آَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿47﴾ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿48﴾ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿49﴾ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿50﴾ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿51﴾ (النور: 47-51)

তারা বলে, আমরা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং আনুগত্য করি; কিন্তু অতঃপর তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয় প্রকৃত তারা বিশ্বাসী নয়। তাদের মধ্যে ফায়সালা করার জন্য যখন তাদেরকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয় তখন তাদের একদল মূখ ফিরিয়ে নেয়। সত্য তাদের ¯^c‡¶ হলে তারা বিনীতভাবে রাসূলের কাছে ছুটে আসে। তাদের অন্তরে কি রোগ আছে? না তারা ধোঁকায় পড়ে আছে; না তারা ভয় করে যে, আল্লাহ ও তার রাসূল তাদের প্রতি অবিচার করবে? প্রকৃত তারাই তো অবিচারকারী। মুমিনদের যখন তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহবান করা হয় তখন তাদের বক্তব্য কেবল এ কথাই হয় আমরা শুনলাম ও আদেশ মান্য করলাম। তারাই সফলকাম।

কুরআন বারবার ব্যাপকভাবে একটি বিষয় মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাহলো এ সৃষ্টিজগতে যা কিছু আছে তার স্রষ্টা হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ এবং এককভাবে তিনিই সকল ইবাদতের যোগ্য। এককভাবে তারই আনুগত্য জরুরী এবং সকল বিষয়ে গৃহীতও হবে একমাত্র তারই ফয়সালা।

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ (الأعراف: 54)

জেনে রাখ, সৃষ্টি ও নির্দেশ তাঁরই।

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (يوسف: 40)

[illegible]

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ (الشوري: 21)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ¯^xK…Z [illegible] ¯^xq [illegible]

যার জন্য বহু কাল পরও ফিরে আসতে হয়েছে মানুষকে একত্ববাদী আক্বীদার দিকে।

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (آل عمران: 19)

নিশ্চয় ইসলামই হচ্ছে আল্লাহর মনোনীত জীবন বিধান।

২। মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠা

ইসলাম যে মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছে পৃথিবীর অন্য কোন ব্যবস্থা এ মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে নাই। পশ্চিমা গনতন্ত্র ব্যাপকভাবে দাবী করে যে সেই প্রথম মানব অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। এই দাবী দুই দিক থেকে বেজাল দাবী।

১-ইতিহাস : পশ্চিমা গণতন্ত্রের চেয়ে অন্তত ১০০০ এক হাজার বছর এগিয়ে আছে ইসলাম , মানব অধিকার প্রতিষ্ঠায়। যখন ইউরোপ মধ্যযুগীয় অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল এবং f~¯^vgx‡`i পদাঘাতে দূর্বল ও আসাড় হয়ে পড়েছিল। f~¯^vgxi একক শাসনাধীনে সাধারণের জীবন যাপন করতে হতো দাস হিসাবে কোন মর্যাদা বা সম্মান তাদের ছিলনা। যখন মনে চাইতো তাদের হত্যা করা হতো , থাকতে হতো তাদের অনাহারে অর্ধাহারে , খাটানো হতো বেকার। এহেনে অবস্থায় ইসলামের সুভাগমনে মানুষের সম্মান , সম্পদ ও জীবনের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা হলো। প্রতিষ্ঠা হলো মানবাধিকার।

২- বাস্তবতা : ইসলাম এসে সমুপযুগী ও বাস্তবভিত্তিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করল। আর ইউরোপ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করল , কাগজে কলমে নথি -পত্রে আন্তর্জাতিক সনদ ও চুক্তি পত্রে। বাস্তব ক্ষেত্রে এর কোন প্রয়োগ নাই। উপনিবেশবাদীরা বিভিন্ন জাতি - গোষ্ঠীর ইজ্জত আব্রু যেখানে কেড়ে নিচ্ছে যেখানে মানবাধিকার কান্না ছাড়া আর কিছু করার থাকেনা। জাতিগত বিভক্তি সৃষ্টিতে মানবাধিকার কোথায়? যখন কালো মানুষ গুলো শুধু কালো হওয়ার কারণে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় ? ফিলিস্তিনে মানবাধিকার কোথায় ? আপন ভূমি থেকে যাদের জোর করে নির্ভাসন করা হয়। জোর করে তাড়িয়ে দেয়া হয়। এককভাবে তাদের ভূমি দখলের জন্য। মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিম নিয়ন্ত্রিত কসাইখানাতে মানবাধিকার কোথায়? যেগুলো মুসলমান হত্যার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে ? মানবাধিকার শুধু কাগজে -কলমে, প্রচার মাধ্যমে , বাস্তবে তার কোন ভিত্তি নাই। পশ্চিমা বিশ্বে গণতন্ত্র পন্থী ও তার অনুসারীদের বাহ্যিক আচরণ লক্ষ্যনীয়। তারা ব্যক্তির কাজ, কথা ও বিশ্বাসের ¯^vaxbZvi কথা বলে। এ বিষয়ে রাষ্ট্রের কোন হস্তক্ষেপ বৈধ মনে করে না , যদি কিনা সে রাষ্ট্রীয় আইনের বিরোধীতা না করে। এতে কতিপয় নিরাপত্তার বিষয় বলা হয়। বিনা অপরাধে আটক করা যাবেনা। ব্যবস্থা নিতে হলে আইনের আওতায় নিতে হবে। ফায়সালা হবে সংবিধান মত। ব্যক্তির উপর জোর ঘাটানো যাবেনা। এ ব্যাপক ¯^vaxbZvq অবকাশ থাকে অশান্তির , অরাজকতার, অবিশ্বাসী - নাস্তিকতার ,

সকল প্রকার চারিত্রিক অনিষ্টতার। অন্য দিকে তারাই এ ¯ ^vaxbZv‡K ব্যাপকভাবে খর্ব করে দেয় পুজিবাদি কোন ¯ ^v_© সামনে আসলে। নিকটবর্তী অথবা দূরবর্তী বিপদের আশংকায়। অতএব, পুজিবাদ ও গণতন্ত্র কোথাও মানুষকে যথাযথ মর্যাদার স্থানে বসানো হয় না। কমিউনিজম যাকে প্রকৃত গণতন্ত্র মনে করা হতো। তাতে মানুষের কোন মূল্যই নেই। সেখানে রাষ্ট্র অথবা সরকারে থাকা কমিউনিষ্ট পার্টির সমালোচনা করা যায় না ব্যক্তির কোন নিরাপত্তা নেই। এসব কিছু তাদের ধারণা মত ব্যক্তিকে রক্ষা করে f~¯^vgx ও পুজিবাদীদের থেকে। বস্তুত সাম্রাজ্যবাদ ও পুজিবাদ মানব মর্যাদা হানিকর। তবে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ, একনায়কতন্ত্র এটা শোষণের ক্ষেত্রে আরো ভয়াবহ।
পক্ষান্তরে ইসলাম প্রথম থেকেই মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সচেতন। ইসলাম মানুষকে সকল প্রকার বাতিল প্রভুর দাসত্ব থেকেমুক্ত করে। একমাত্র মাবুদের ইবাদত ও পবিত্রতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। অতএব কোন দাসত্ব নয় শাসন কর্তার, কর্তৃত্বের, সম্পদের, প্রভাব- খ্যাতির, বর্ণ বা শ্রেণীর অথবা যে সকল উপায় উপকরণে মানুষের দাসত্ব হতে পারে তার কোনটিই নয়।দাসত্ব শুধু একমাত্র আল্লাহর।
এ পর্যায় ইসলাম বিধান দাতার অধিকার মানুষ থেকে বের করে তার প্রকৃত মালিক আল্লাহর নিকট সমর্পন করে। কারণ মানুষ যদি বিধান তৈয়ার করে সেখানে মানুষের মধ্যে শ্রেণীতে বিভক্তির প্রয়োজন দেখা দেবে। কেউ হবে সাদাহ (বিধান দাতা) আবার কেউ হবে আবিদ (শাসিত) । আর যদি আল্লাহ হোন বিধান দাতা তাহলে সবাই আল্লাহর বান্দা এবং সবাই তারই বন্দেগী করেন এতে শাসক শাসিত ধনী-গরীব থাকবে সমান। কোন শ্রেণী বিভক্তি থাকবে না।
অতঃপর ইসলাম প্রবর্তন করে নিরাপত্তার তা শুধু জীবন ও সম্পদে নয় মানুষের ইজ্জতেরও নিরাপত্তা দেয় ইসলাম। এবং তা শুধু নৈতিক পর্যায় নয় বরং মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার ক্ষেত্রেও। তাই এখানে কেউ সীমা লঙ্ঘন করে না; অপরকে কটাক্ষ করে, চোখের ইশারাতে উপহাস করে, পরনিন্দা করে অথবা মিথ্যা অপবাদ দিয়ে।
ইসলাম তা বাস্তবে কার্যকরও করে। আমর বিন আস (রাঃ) এর ছেলে যখন কিবতী সমপ্রদায়ের এক যুবককে দৌড়ে তার আগে চলে যাওয়ার কারণে মারধর করল এবং বলল আমি নেতার ছেলে, যুবকের পিতা ওমর ইবনে খাত্তাবের নিকট বিচার চাইলে ওমর রা. তার হাতে লাঠি দিয়ে বললেন: নেতার ছেলেকে তোমার হাতে প্রহার কর। অতঃপর আমর বিন আসকে লক্ষ্য করে বললেনঃ হে আমর! কবে থেকে মানুষকে দাস বানাতে শিখলে? অথচ তাদের মা তাদেরকে ¯^vaxb হিসাবে প্রসব করেছে?

অধিকার ও দায়বদ্ধতা ছাড়াও ইসলামে মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন দিক রয়েছে।
এখানে আল্লাহর সন্তান (নাউজুবিল্লাহ) যীশু খৃষ্টের আগমন পূর্ব পর্যন্ত অপরাধ মানুষের গলায় ঝুলে থাকার মত কোন বিধান বলতে কিছু নেই। তিনি এসে শুলীতে নিজের জীবন উৎসর্গের মাধ্যমে মানুষকে অপরাধ থেকে নিস্কৃতি দিবেন এমনও নয়।
বরং আদম আঃ তাওবা ও ক্ষমা তার প্রভুর কাছ থেকে সরাসরি লাভ করেন কোন মাধ্যম ব্যতিরেকে।

فَتَلَقَّى آَدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿البقرة:37﴾

অনন্তর আদম ¯^xq প্রতিপালক হতে কতিপয় বাক্য শিক্ষা করলো আল্লাহ তখন তার প্রতি কৃপা দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল করুনাময়।
২। এখানে কোন পৌরহিত্যবাদ নেই, যারা মানুষ ও আল্লাহর মধ্যে মধ্যস্থতা করবে, বরং এতে মানুষ সরাসরি তার প্রভুর কাছে যোগাযোগ করতে পারে ইবাদত, দুআ ও ক্ষমা প্রার্থণার মাধ্যমে।
৩। মানুষের কর্মের মাধ্যমে আল্লাহর নির্ধারিত নিয়তি দুনিয়াতে চলতে থাকে।
ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ (الأنفال: 53)
কারণ এই যে, আল্লাহ কোন জাতির উপর নিয়ামত দান করে সেই নিয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত সেই জাতি নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন না করে।
ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿الروم:41﴾
মানুষের কৃতকর্মের কারণে সমুদ্রে ও স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে যার ফলে তাদের কে কোন কোন কর্মের শাস্তি তিনি Av¯^v`b করান যাতে তারা ফিরে আসে।
অতএব মানুষেই তার গন্তব্য নির্ধারণ করবে কৃত আমলের মাধ্যমে
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿7﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿8﴾ الزلزلة: 7- 8
কেউ অনুপরিমাণ সৎকর্ম করলে তাও দেখবে এবং কেউ অনুপরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখবে।
يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد شرا (رواه مسلم)
হে ! আমার বান্দাগণ এ হলো তোমাদের কর্ম তা তোমাদেরকে যথাযথভাবে দিব। যে ভালো দেখবে সে যেন আল্লাহর প্রসংশা করে যে মন্দ দেখবে সে যেন নিজেকেই ভৎসনা করে।

৪। ইসলামি দর্শনে মানুষেই সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ , বস্তু অথবা প্রকৃতি নয়। যেমনটি ইতিহাসের বস্তু তাত্বিক ব্যাখ্যায় বলা হয়। অতএব বিশ্ব জগত পুরোটাই আল্লাহর পক্ষ হতে মানবাধীন করা হয়েছে।

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (الجاثية: 13(

তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করে দিয়েছে আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর সব কিছুই নিজ অনুগ্রহে।

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿الإسراء: 70﴾

আমি তো আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি , স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি তাদের উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছি এবং যাদের আমি সৃষ্টি করেছি , তাদের অনেকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।

৫) ইসলাম প্রচেষ্টা চালায় মানব মর্যাদা বিকাশের ,মানুষের মনুষত্বগুলোর উন্নতির মাধ্যমে। তাই তাকে প্রতিপালন করে উচ্চতর মূল্যবোধের ভিত্তিতে নিকৃষ্ট অহংকারের উর্ধ্বে উঠতে, উত্তীর্ণ হতে অপবিত্র কু -প্রবৃত্তি হতে ও জাগতিক ভোগের সামগ্রী হতে। এতে করে সে প্রকৃত মর্যাদাবান হবে , মুক্ত হবে পশুত্বের বন্ধন হতে। যোগ্য হবে তার উপর ফেরেস্তা অবতীর্ণ হওয়ার।

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا (فصلت: 30(

নিশ্চয় যারা বলে আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্। অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে , তাদের কাছে ফেরেস্তা অবতীর্ণ হয় এবং বলে তোমরা ভয় করোনা। চিন্তা করোনা।

৩) পরামর্শ ও ন্যায় বিচারের ভিত্তি স্থাপন

وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ (ألشورى: 38(

এবং পারস্পরিক পরামর্শক্রমে তারা কাজ সম্পাদন করে।

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴿ألنساء:58﴾

নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদিগকে নির্দেশ দেন যে , তোমরা যেন প্রাপ্য আমানত সমূহ প্রাপকদের নিকট পৌছে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের কোন বিচার মীমাংসা করতে আরম্ভ কর তখন মীমাংসা কর ন্যায় ভিত্তিক।

ইসলাম রাজনীতির জন্য যে মূলনীতি পেশ করেছে তন্মধ্যে শুরা নীতি হলো অন্যতম তা ছাড়া শুরানীতি মানব মর্যাদার জন্য গুরুত্ব পূর্ণ।

ইউরোপ সংসদে প্রতিনিধিত্বের অধিকার এবং রাষ্ট্রীয় রাজনীতি আলোচনায় সংসদের অধিকার প্রতিষ্ঠাকে রাজনীতির জগতে গণতন্ত্রের বিশাল বিজয় বলে মনে করে। এর দ্বারা সাধারণ নাগরিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে বলেও মনে করে।

[illegible]

كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ﴿5﴾
يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿6﴾
وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ
لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ﴿7﴾ لِيُحِقَّ الْحَقَّ
وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿8﴾ (الأنفال:5-8)

[illegible]

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيـدُونَ عَـرَضَ الـدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآَخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿67﴾ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّـكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿68﴾ الأنفال: 67-68

[illegible]

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ (آل عمران: 159)

[illegible]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (ألمائدة:8)

[illegible]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ (النساء:135)

[illegible]

তা বাস্তবায়ন করে ? ন্যায় প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বলা ও লেখার বিপরীতে ? যদি উন্নত বিশ্বের ন্যায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠা দেখতে চান ; তাহলে আমেরিকায় বা দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী চরিত্রের কারণে নির্যাতিতদের জিজ্ঞেস করুন অথবা পৃথিবীর যে কোন উপনিবেশ অঞ্চলের অধিবাসীদের জিজ্ঞেস করুন। অথবা এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন কোন মামলার বাদী কে যদি সে হয় ঐ অঞ্চলের সংখ্যালঘু মুসলমান। অতঃপর দেখুন কুরআনের সিদ্ধান্তের দিকে।

لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴿التوبة:10﴾

তারা মর্যাদা দেয়না কোন মুসলমানের ক্ষেত্রে আত্মীয়তার আর না অঙ্গীকারের। আর তারাই সীমালংঘনকারী।

মুজিযাঃ

মাজিযা একটি অতি প্রাকৃত বিষয় যা আল্লাহর প্রেরিত নবীগণ নিয়ে আসেন , এবং মানুষকে এর প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান জানান। মানুষ অনুরূপ বস্তু আনায়নে অপারগ হয় , এবং এটা প্রমাণ হয় যে তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত সত্য নবী ; নবুয়াতের দাবী নিজের পক্ষ হতে নয়।

এ মুজিযা কয়েক প্রকার :

১) বাহ্যিক ও বোধশক্তি m¤^Üxq যেমন- চন্দ্র খন্ডিত করা , সমুদ্র বিদীর্ণ হওয়া মূসা এবং তার কাউমের সামনে হাত থেকে আলো বের হওয়া, লাঠি , সর্প হওয়া ইত্যাদি।

২) জ্ঞান সম্পর্কীয় যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বেকার নবীদের সম্পর্কে খবর দেয়া , যা আহলে কিতাবের নিকট সংরক্ষিত কিতাবের সংবাদের সাথে মিলে যেত। অথচ তিনি তাদের নিকট থেকে তা শিখেননি।

৩) গায়েব বা অদৃশ্য সম্পর্কে সংবাদ প্রদান যেমন - রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোম - পারস্যের ধ্বংসের সংবাদ দিয়েছিলেন।

প্রত্যেক নবী ঐ ধরণের মুজিযা নিয়েই আগমন করেন যা তার জাতির কাছে প্রসিদ্ধ। যাতে চ্যালেঞ্জটা হৃদয় স্পর্শ করে এবং তার কার্যকারিতা নিশ্চিত হয়। মিসরীয়রা যাদু বিদ্যায় বুৎপত্তি অর্জন করেছিল এবং ফিরাউনী মন্দিরের পৌরহিতগণ ছিলো এ বিষয়ে বিশেষ দক্ষ , তারা যাদুর সাহায্য নিতো যাতে মানুষকে হতবুদ্ধি করা যায় , ফিরাউন এবং কাল্পনীক প্রভূদের দাস বানানো যায়। যাদের আরাধনা করত ঐসব পৌরহিত অথবা যাদুকরগণ এবং ওদের নামে জনগণ থেকে নজরানা ও সম্পদ লুন্ঠন করতো।

এ জন্য আল্লাহ মুসা আ . কে ঐ ধরনের মুজিযা দিয়ে প্রেরণ করেছেন যা ঐ সব যাদুকরদের কাছে পরিচিত যাতে তাদের যাদু ধ্বংস হয় এবং আল্লাহর সৃষ্টি ও মানুষের সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য হয়।

وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿104﴾ حَقِيقٌ عَلَى أَنْ
لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي
إِسْرَائِيلَ ﴿105﴾ قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿
106﴾ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ﴿107﴾ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ
لِلنَّاظِرِينَ ﴿108﴾ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴿109﴾
يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿110﴾ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ
وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿111﴾ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ ﴿112﴾ وَجَاءَ
السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿113﴾ قَالَ نَعَمْ
وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿114﴾ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ
الْمُلْقِينَ ﴿115﴾ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ
وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴿116﴾ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ
تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿117﴾ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿118﴾ فَغُلِبُوا
هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ ﴿119﴾ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴿120﴾ قَالُوا آمَنَّا
بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿121﴾ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿122﴾ الأعراف: 104-122

[illegible]

যাদুকররা সেজদায় পড়ে গেল। বলল আমরা ঈমান আনছি মহা বিশ্বের প্রতিপালকের প্রতি। যিনি মূসা ও হারূনের প্রতিপালক।যাদুকরগণ যাদুর আসল রহস্য জানতো এজন্য প্রথমেই তাদের কাছে স্পষ্ট হলো যে মূসা আ. যা করলেন এটা যাদু নয় এটা মানব সাধ্যের উর্দ্ধে কাজ, যদিও তাদের ও মূসা আ. এর কাজের বাহ্যিক অবস্থা একই রকম ছিল। এজন্য তারা সেজদায় লুটিয়ে পড়লেন। মূসা আ. আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত রাসূল হওয়ার ¯^xK…wZ ¯^iƒc| এমনিভাবে ঈসা আলাইসি সালামকে প্রেরণ করলেন এমন জাতির নিকট যারা চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শি ছিল। তারা এমন অভূতপূর্ব পদ্ধতিতে চিকিৎসা করতো যে মানুষের চক্ষুতে ধাঁধা লেগে যেত। যুক্তি যুক্ত ছিল যে ঈসা আ. যে, মুজিযা নিয়ে প্রেরিত হবেন তা এ ক্ষেত্রে আরো অলৌকিক হবে যাতে প্রথমে চিকিৎসকদের নিকট এবং তাদের মাধ্যমে সাধারণের নিকট পরিস্কার হয়, যে এ মুজিযা তারা যা করছে তার চেয়ে উন্নত কোন বস্তু। যে বস্তু তাদের অপারগতা করে দেয় এ বিষয় তাদের পারদর্শিতার পরও। অতএব এর জন্য প্রয়োজন ছিল এমন উৎস থেকে সে বস্তুটি আগমন হওয়া যা মানবীয় গন্ডির বাহিরে। অর্থাৎ সরাসরি আল্লাহর পক্ষ হতে। এ জন্য দেখা যায় তার মুজিযা ছিল কুষ্ঠ ও অন্ধরোগীকে মূহুর্তে তাদের সামনে বিনা ঔষধ ও চিকিৎসায় সুস্থ্য করে ফেলা। এটা ছিল মানব সাধ্যাতীত। এর পর তার মুজিযার পরিধি আরো বৃদ্ধি হলো মৃতকে জীবিত করা। তারা তো কোন না কোনো মাধ্যম Aej¤^b করে কুষ্ঠ ও অন্ধ রোগীর চিকিৎসা করতো। কিন্তু মৃতকে জীবিত করা তাদের সাধ্যের বাহিরে ছিল। এটা আল্লাহ অথবা তার পক্ষ থেকে প্রেরিত কোন মানুষের মুজিযা দ্বারা সম্ভব ছিল।
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে প্রেরণ করেছেন আরব জাতির নিকট তারা ছিল সুভাষী ও ভাষা সাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্ধী। ভাষা নিয়ে হতো প্রতিযোগীতা, করতো অহংকার ভাষা নিয়ে, এমনকি তারা অন্যদের আজমী বলে আখ্যা দিতো। অর্থাৎ যাদের ভাষা অস্পষ্ট তারা ঐ ব্যক্তির সাথে তুল্য যে কথা বলতে পারেনা। এজন্য যুক্তি যুক্ত ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুজিযা হবে ভাষা সাহিত্যে মুজিযা। ঐ মানের যে মানে তারা বুৎপত্তি অর্জন করেছিল। যাতে তারা অনুমান করতে পারে যে এটা মানব শক্তি সামর্থের উর্দ্ধে এবং ¯^xKvi করে নেয় যে এটা অবশ্যই আল্লাহ প্রদত্ত।
কুরআনের বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য
রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরবের মুশরিকদের নিকট প্রেরিত হওয়ার শুরুতেই তারা তাকে মিথ্যারোপ করলো। আল্লাহর রীতিনুযায়ী সকল রাসূলদের শুরুকালটা এমনি হয়।
কারণ সকল জাহিলি যুগেই নেতৃবৃন্দের পক্ষে কখনোই সম্ভব

لاإله إلا الله

والله لقد ســـــمعت من محمد آنفا كلاما ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أســفله لمغــدق وإنه يعلو ولا يعلى.

[illegible] “ لا أللهمÓ [illegible]

[illegible]

ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا 11 وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا 12 وَبَنِينَ شُهُودًا
13 وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا 14 ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ 15 كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا
عَنِيدًا 16 سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا 17 إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ 18 فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ
19 ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ 20 ثُمَّ نَظَرَ 21 ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ 22 ثُمَّ أَدْبَرَ
وَاسْتَكْبَرَ 23 فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ 24 إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ
25 سَأُصْلِيهِ سَقَرَ 26 (المدثر: 11-26)

[illegible]

[illegible]

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا الإسراء:88

[illegible]

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (هود:13)

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (يونس:38)

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (23) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (البقرة:24)

হুদ আ. এর মুজিযা ছিল প্রলয়ংকারী বাতাস। এতে মিথ্যাবাদীরা নিপাত যেতো আর সত্যবাদীগণ মুক্ত পেত।
সালেহ আ. এর মুজিযা ছিল ভয়াবহ ভূমিকম্প। যার মাধ্যমে তাদেরকে তাদের গৃহের মধ্যে মৃত্যুর ¯^v` নিতে হয়েছিল। যখন তার কাউম আল্লাহ কর্তৃক নিদর্শন ¯^ifc প্রেরিত উষ্ট্রীকে বধ করলো। লুত আ . এর মুজিযা ছিল আগুন যা আকাশ থেকে প্রেরণ করা হতো। এতে পাপী ব্যক্তিরা ধ্বংস হলো এবং লুত আ. এবং তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কারীগণ রক্ষা পেলেন।
এমনিভাবে মূসা ঈসা আ . এর মুজিযা ও ছিল জাগতিক সম্পর্কিত অলৌকিক পূর্ণ। যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুজিযা মূলত আত্মিক ও জ্ঞানের mgš^q ছিল। বাহ্যিক ও জাগতিক এর mgš^q ছিলনা। যদি ও রাসূল স . এর কতিপয় মুজিযা বাহ্যিক ও মহা জাগতিক ছিল। যেমন ইসরা , মেরাজ, চন্দ্র দ্বিখন্ডিত করণ। বড় মুজিযা যাকে দিয়ে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল এবং যা যুগের পর যুগ অবশিষ্ট আছে এবং যার মাধ্যমে পুরো মানবজাতিকে m‡¤^vab করা হয়েছিল। তা হলো কুরআন। কুরআনকে বিশেষভাবে চয়ন করা হয়েছে সুরক্ষার এবং বিকৃতি সাধন থেকে হিফাজতের। এ নিশ্চয়তা আসমানী অন্যান্য কিতাবের ক্ষেত্রে ছিল না। কারণ এটা হলো আল্লাহর ইচ্ছার প্রতিফলন এবং আল্লাহ নিজে এর দায়িত্ব নিয়েছেন।

إنا نحن نزلنا الزكر وأنا له لحافظون (الحجر:9)

নিশ্চয় আমি কোরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই তার সুরক্ষাকারী।[1]

এ জন্য এর সংরক্ষণের দায়িত্ব এমন এক শক্তিশালী জাতির কাঁধে অর্পন করা হয়েছে যাদের সংরক্ষণের পদ্ধতি ছিল নজির বিহীন। এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুমিনদের জন্য পৃথিবীর বুকে সু -শাসন, স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার একটি সু -সময় এসেছিল, যে সময়টুকু কুরআন সংকলন করার জন্য যথেষ্ট ছিল। রাসূলের নিকট পুনরাবৃত্তি করার মাধ্যমে , বক্ষে সংরক্ষণ , আবার রাসূল স . ¯^qs জিব্রাইলের নিকট পুনরাবৃত্তি করার মাধ্যমে সংরক্ষণ তো আছেই। এভাবে আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী কুরআন সংরক্ষণের সকল ব্যবস্থাপনা প্রস্তুত ছিল। যার ফলে আল্লাহর ইচ্ছায় যুগ যুগ ধরে কুরআন অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে। রাসূলের যুগে আল কুরআনে অলৌকিকতার ক্ষেত্র সমূহ
কুরআন সকল দিক থেকেই অলৌকিক। যদিও আরবের সাহিত্যিক ভাষাবিদদের চ্যালেঞ্জ করার কারণে কুরআনের ভাষাগত মুজিযা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। মূলত কুরআন বিষয় বস্তু নির্ধারণের ক্ষেত্রেও ভাষার মত সমান ভাবে অলৌকিক।

[1] wnRi, 9|

□□□□□□